কুঙ্কুম।

(কাব্য)

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং॥
(হিতোপদেশ)

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
২১০।৫ কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট্, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
আশ্বিন, ১৩১৬।

All rights reserved.

উপহার।

কারে দিব উপহার ?
যাহারে বাসনা দিতে, সে কিগো চাহিবে নিতে ?
সে যে করে অবহেলা—ঘৃণা—তিরস্কার !
থাক্ তার কাছে গেলে, দূরে থেকে 'থুথু' ফেলে,
সে করে আমার নামে 'নেকার-নেকার !'
সহস্র যোজনে থাকি, যদি মনে মনে ডাকি,
সে নাকি 'বিষম' যায় স্মরণে আমার !
আমারি স্মরণে হায়, সে নাকি 'উছট্' খায়,
ডরায় স্বপন দেখে বিকট আকার !
আমি নীচ—সে যে উচ্চ, সে মহৎ—আমি তুচ্ছ,
আমি তারে ভালবাসি—কলঙ্ক তাহার !
তারি নিন্দা—তারি গালি, এ পুস্তক ভরা খালি,–
কলঙ্কের ইতিহাস শুধু দেবতার !

২৯শে চৈত্র, ১২৯৬ সাল ;
জয়দেবপুর—ঢাকা।

সূচী

কুঙ্কুম।

কুঙ্কুম।

"কুঙ্কুম-পঙ্ক-কলঙ্কিত দেহা।"

কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম ?
আশা, চিন্তা, সুখ—সব, যতকিছু—অভিনব,
দেশময় নূতনের জবর-জুলুম !
যাহারা পুরাণা দল, সকলেই বেদখল,
নাহি আর আগেকার সে ভারত ভূম !
তোমারো সে দিন নাই, কপালে পড়েছে ছাই,
কামিনী কৌতুকে পরে 'ক্যানেঙ্গা' কুসুম !
লেভেণ্ডার ম্যাকেসার, সুইট্ ব্রায়ার্ ওয়াটার,
পাউডার এসেন্সের মহা মরসুম্ !
কে আর তোমারে খোজে ? প্রমত্ত অট-ডি-রোজে,
পারফিউমের দেশে পড়িয়াছে ধুম্ !
সর্ব্বথা বিলাতী গন্ধ, ভারত করেছে অন্ধ,
কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম ?

১২৯৮ সাল।

নাহি প্রেম নাহি প্রাণ দেখ শূন্য-হিয়া,
শূন্য মনে বসি, মলা গাঁথি ফুল দিয়া!

৬ই বৈশাখ, ১২৯০ সাল,
কলিকাতা।

চন্দ্র।

১

তুমি কিহে সেই চন্দ্র বুঝিতে না পারি,
তোমারি—তোমারি কাছে, কত দিন—মনে আছে?
বেড়া'তে আসিত এক উপবনে নারী!
তুলিয়া গোলাপ যূই, হইল বছর দুই,
কি বলিব দুই জনে আজি ছাড়াছাড়ি!
গোলাপেতে প্রেম থু'য়ে, ঢাকিয়া দিত সে যূ'য়ে,
মনে করিতাম তারে সে বুঝি আমারি!
দেখা হ'লে তার সনে, চখে চখে দুই জনে,
প্রাণ নিয়া করিয়াছি কত কাড়াকাড়ি!
যখন পেয়েছি বুকে, চুম্বিয়াছি চখে মুখে,
কে যেন কাহারে আগে চু'ষে নিতে পারি!
তোমারে দেখিয়ে আজ, মনে হ'ল দ্বিজরাজ,
আসিয়াছি শুধাইতে দু'টী কথা তারি!
তুমি কিহে সেই চন্দ্র বুঝিতে না পারি!

২

সে দিন তুমি কি শশি দেখিয়াছ তারে ?
তরণী বাহিয়া যাই, কোন্ দিকে ঠিক্ নাই,
সন্ধ্যার সবুজ শোভা হাসে চারি ধারে!
সনাল কুমুদ ফুলে, মালা গাঁথে তু'লে তু'লে
একটী বালিকা মেয়ে—দিবে জানি কারে,
কোন্ দেবপুরবাসী কোন্ দেবতারে!
দুইটী রমণী আসে, একটী লুকা'য়ে হাসে,
তীরে তীরে ধীরে ধীরে ফিরে বারে বারে!
বালিকা ডাকিল "মা, ধর মালা!" "না না!"
লুকাইল শরমে সে সখীটীর আড়ে,
সে দিন তুমি কি শশি দেখিয়াছ তারে ?

৩

তুমি কিহে সেই চন্দ্র—সে দিন কি ছিলে ?
আমতলে চুমো খে'তে তুমি কি দেখিলে ?
এলোমেলো চুল সেই এলোমেলো বায়,
সুনীল মেঘের মত খেলা করে গায়!
পশ্চাতে আঁচল তা'তে মৃদু কম্পমান,
প্রেমের ধ্বজার যেন ধবল নিশান!
টানিয়া লইল মোরে,—তবু লাগে দূরে,
পরাণে ভরিতে যেন চাহে ভেঙ্গে চূরে!
এত তৃষ্ণা এত আশা আকাঙ্ক্ষা প্রখর,
শিহ'রে শিহ'রে উঠে কম-কলেবর!

চাহে সে আমারে যেন করিবারে পান,
উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা তার করিতে নির্ব্বাণ!
মর্দ্দিয়া মথিয়া মোরে লুঠিয়া সে নিলে,
আমতলে চুমো খে'তে তুমি দেখেছিলে?

৪

সে দিন তুমি কি শশি ছিলেহে সেখানে?
লুকাইয়া চুপি দিয়া, দেখেছিলে ঘরে গিয়া,
পায় ধ'রে সাধাসাধি, কাঁদাকাঁদি মানে?
সে ম্লান-বিষণ্ণ-বেশ, লাবণ্যের একশেষ,
সরলা-সরোজ-মূর্ত্তি দেখেছ পাষাণে?
দেখেছ কি স্থির ধীর, কি গম্ভীর রূপসীর
মহান্ মহিমা মুখে,—চেয়ে সাবধানে?
সে পদ্ম-নয়ন নত, সরল পবিত্র কত,
চাহিতে পরাণ কাঁপে ভয়ে তার পানে!
তরাসে মরিয়া রই, সেধে অপরাধী হই,
আমি যেন আমি নই,—কি জানি সে জানে!
সে দিন কি দেখেছিলে কাঁদাকাঁদি মানে?

৫

তুমি কিহে সে দিনের সেই শশধর?
যে দিন ছাড়িয়া যাই, অভিমানে চাহি নাই
গেল বুঝি গত হ'য়ে আজি দু'বছর!
বিনয় করিল কত, অনুতাপে অবিরত,
ঘৃণায় দেইনি তার কথার উত্তর!
কে জানে কেমন নারী, প্রেম করে দিন চারি,

চিনিয়া চিনে না শেষে কত যেন পর !
লিখিয়াছি কত পত্র, লিখে নাই এক ছত্র
কত যেন কাযে ব্যস্ত, নাহি অবসর !
ঠোঁটে রেখে রাঙ্গা হাসি, ভাঙ্গা ভালবাসাবাসি
বড় তীক্ষ্ণ—বড় তীব্র—বড় খরতর !
ম'রে থাকি কাছাকাছি, মরিলে দু'জনে বাঁচি,
তাই সে ছাড়িয়া আছি আজি দু'বছর !
ও যে সাধা মন রাখা, ছলনা চাতুরী মাখা,
লোকেরে দেখান শুধু উহার অন্তর।
তুমি কি বোঝনি তাহা ওহে শশধর ?

৬

বুঝিয়াছি তাই আছি দূর পরবাসে,
এ দেশে তাহার গন্ধ বহে না বাতাসে !
কত যে গোলাপ যূই, বুকে নিয়া সদা শুই,
আকুল করেনা প্রাণ তেমন উদাসে !
এ দেশে তেমন নারী, নাহি দেখি কারো বাড়ী,
ফুল দিয়া প্রেম ঢেকে দিতে নাহি আসে !
ব'সে থাকি আমতলা, ধরে না আসিয়া গলা,
এ দেশে নারী কি চুমা ভাল নাহি বাসে ?
হাসি কাঁদি একা একা, পাইনা, কাহারো দেখা,
রেখেছি পাগল প্রাণ বেঁধে নাগ-পাশে !
এ দেশে খোলেনা বাঁধ নারীর নিশ্বাসে !

৭

সুবিশাল গারো-গিরি অই যে উত্তরে,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভর দিয়া, উঠিয়াছে দাঁড়াইয়া,
উন্নত ললাট গিয়া ঠেকেছে অম্বরে,
উহার পাষাণ বুকে, চাহি যবে উর্দ্ধমুখে,
কতই সান্ত্বনা পাই, প্রাণ যেন ভরে !
প্রতি রেণু বালুকায়, মরিয়া রয়েছে হায়,
রমণীর কত অশ্রু হাসি থরে থরে !
কত প্রেম অনুরাগ, পাষাণে নাহি সে দাগ,
কত চুম্ব আলিঙ্গন কঙ্করে কঙ্করে !
কত মান আছে পড়ি, অযতনে, হরি ! হরি !
চরণে কত যে পশু বিদলিত করে !
কতই সান্ত্বনা পাই পর্ব্বত প্রস্তরে !

৮

পর্ব্বত পার্থিব প্রেম দিয়া বিসর্জ্জন,
অনন্ত প্রেমের যেন করিছে সাধন।
এসেছে ছাড়িয়া নারী, প্রেম তারি—দেশ তারি,
রেখেছে পাষাণে প্রাণ করি আচ্ছাদন !
নয়ন করিয়া অন্ধ, নিশ্বাস করিয়া বন্ধ,
রমণীর রূপ গন্ধ করে না গ্রহণ !
কি গম্ভীর স্থির ভাব, অচল করেছে লাভ,
কি মহান্ প্রেমযোগে আছে নিমগন,
ও ক্ষুদ্র সামান্য নারী, অতি ক্ষুদ্র প্রেম তারি,
সাধ্য কি সে এ পিপাসা করে নিবারণ ?

অই পর্ব্বতের মত, প্রেম-তৃষ্ণা অবিরত
শশাঙ্ক! আমারো প্রাণে জাগিছে এখন,
চন্দ্র সূর্য্য করি তুচ্ছ,আরো ঊর্দ্ধ—আরো উচ্চ,
আমার প্রাণের সেই প্রেম-সিংহাসন!
যদি দেখ সরলারে, দেখিলে বলিও তারে,
শত পদাঘাতে যার ভেঙ্গে দি'ছ মন,
পর্ব্বত দিয়াছে শিক্ষা, পেয়েছে সে প্রেমভিক্ষা,
পাষাণ তোমার মত নহে গো কৃপণ!

৯

দেখিলে বলিও শশি সেই রমণীরে,
সে দিন করিয়ে ভুল, নিয়েছি যে যুই ফুল,
ভাসা'য়ে এসেছি তাহা 'চিলাইর' নীরে!
তার কওয়া যত কথা, হাসি, অশ্রু, ব্যাকুলতা,
নিয়ে যাও নিয়ে যাও, দিও তারে ফিরে!
ভালবাসা যত তার, কিছুই নাহি সে আর,
আপনি সে ফিরে নি'ছে ক'য়ো রমণীরে!
যা আছে—বিরহ আছে, দিতেছি তোমারি কাছে,
বাঁচা'য়ে রেখেছি তাহা আখি নীরে নীরে!
নিয়ে যাও নিয়ে যাও, দিয়ো তারে ফিরে!

১০

যখন হইবে শ্যাম-সায়াহ্ন সময়,
রমণী বসিয়া আছে, কেহ আর নাই কাছে,
যা দিলাম একে একে দিয়ো সমুদয়!
প্রেম-ভাঙ্গা উপহার, যদি সে না চিনে তার,

চাহে যদি বিধুমুখী পুনঃ পরিচয়,
বলিও সে সরলারে, একটী সন্ন্যাসী তারে,
ফিরে দিছে নিশিশেষে—প্রভাত সময়!
সে মেখেছে ভস্ম ছাই, তার আর কায নাই,
সে হয়েছে বনবাসী, গারো-দেশে রয়!
তারি কাছে সেধে পাওয়া, কে আর করিবে দাওয়া,
সে বলেছে তোমারি এ, আর কারো নয়!
গোলাপী সুবাসমাখা, যূথিকা কুসুমে ঢাকা,
হইবে তোমারি বুঝি হেন মনে লয়!
তোমারি—তোমারি দাগ, ভাঙ্গা প্রেম অনুরাগ,
তোমারি গায়ের গন্ধে ভরা সমুদয়!
এই নেও ধর ধর, যাহা খুসি তাহা কর,
চরণে দলিয়া ফেল যদি মনে লয়!
ধর ধর—যা দিয়েছে, নেও সমুদয়!

৭ই কার্ত্তিক—১২৯৫ সাল;
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর—ময়মনসিংহ।

গোলাপ।

১

চাহিনা গোলাপ! তোরে চাহিনারে আর,
বড়ই বিঁধেছে প্রাণে কণ্টক তোমার!
আজো সে মরম গত, আজো সে প্রাণের ক্ষত

শুকায়নি, ঝরিতেছে সদ্য রক্ত তার,
হৃদয় শতধা ছিন্ন কণ্টকে তোমার!

২

চাহিনা গোলাপ তোরে চাহিনারে আর,
ভুলেও যাবনা আর নিকটে তোমার!
হৃদয়ের স্তরগত, প্রাণের লুকান ক্ষত
প্রাণেই লুকা'য়ে রাখি বেদনা তাহার!
বলিনা কাহারো কাছে হৃদয়ে যে ব্যথা আছে,
কে চিনে এ হৃদ্-রোগ—এত জ্বালা যার,
কে জানে গোলাপ কাঁটা ফুটেছে আমার!

৩

গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব না আর,
থাকুক্ মধুর হাসি, থাক্ শত রূপরাশি,
চাহিনা ও মধুময় সুবাস তোমার!
থাকো ফুটে কাঁটা গাছে, যার ফুল তার কাছে,
প্রাণের অধিক ভাল বাসুক্ সে তার।
তব রূপ অদ্বিতীয়, হোক জগতের প্রিয়,
উড়িয়ে পড়ুক অলি হাজার হাজার!
অনিল তোমারে নিয়ে, সোহাগ করুক্ গিয়ে,
আমি ত যাবনা কাছে—কি বেদনা তার,
সে কি জানে প্রাণে কাঁটা ফোটে নাই যার?

৪

গোলাপ! তোমারে ভাল বাসিবনা আর,
আমার সে বন-যুই, হৃদয়ে লুকা'য়ে থুই,
কিছুই বিঁধেনা প্রাণে—কাঁটা নাই তার!

সে ক্ষুদ্র হৃদয় তলে, বিন্দুমাত্র পরিমলে
এমন শীতল করে পরাণ আমার!
শীতল মধুর হাসি, শীতল সে রূপরাশি,
নয়ন-শীতল-আলো বন-যূথিকার!
অই ক্ষুদ্র বুক টুকে, মধুভরা মুখে মুখে,
হইলে একটু উনা ছুনা বাড়ে তার,
গোলাপ! তোমারে ভাল বাসিবনা আর!

৫

গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব না আর,
শতগুণে ভাল অই যূথিকা আমার!
যেমনি পরাণ নেয়, তেমনি ফিরায়ে দেয়,
ভাঙ্গেনা চোরেনা প্রাণ হাতে গেলে তার।
তুমিরে গোলাপ ফুল, যত যন্ত্রণার মূল,
দেওনা অক্ষত প্রাণ পেলে একবার!
হৃদয় শতধা ছিন্ন কণ্টকে তোমার!

৬

গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব না আর,
শতগুণে ভাল অই যূথিকা আমার!
রূপে আলো করি তুমি, উজল বাগান ভূমি,
উন্নত প্রাচীর আঁটা বেড়া চারি ধার,
লুকা'য়ে ছাপিয়ে যাই, তবু না দেখিতে পাই,
বিমুখ হইয়ে আসি গিয়ে কত বার!
কিন্তু অই যূই ফুল, প্রেম-প্রস্রবণ মূল,
উছলে হৃদয়-কেন্দ্রে বেগে অনিবার,

দিবানিশি নাহি ভেদ, ভালবাসা অবিচ্ছেদ
হৃদয়ে লাগিয়ে থাকে সতত আমার!
গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব না আর!

৭

গোলাপ! তোমারে ভালবাসিবনা আর,
আছে তো কামিনী ফুল, মালতী বেলী বকুল
বাগান করিছে আলো রূপে সবাকার!
আরো আছে শত শত, সুন্দর কুসুম কত,
সকলের চেয়ে বেশী ঠমক তোমার!
তা'রা ত এমন নয়, সবে কোমলতাময়
সকলে খসিয়া পড়ে লাজে আপনার।
যখন তখন যাই, অমনি দেখিতে পাই,
ছলনা চাতুরী নাই হৃদয়ে কাহার!
এমন সরল তারা, ভুমিরে গরল ধারা,
গড়ায়ে পড়িছে গায় গরিমা তোমার!
আমার ও যূই ফুল নাহি তার সমতুল,
সকলের চেয়ে বেশি সরলতা তার,
সুখে দুখে সদা হাসি, তাই তারে ভালবাসি
দেখিলে ছুটিয়ে আসে হৃদয়ে আমার!
গোলাপ! তোমারে ভালবাসিবনা আর!

৮

না—না—না!
পারিনা ভাল না বেসে, পারিনারে আর,
গোলাপ, তোমারে ভালবাসিব আবার!

যদি নাহি ভালবাসি, পোড়ে প্রাণ দিবানিশি,
হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে চিতার অঙ্গার!
এ অনল নিবাইতে, এ প্রাণে প্রবোধ দিতে,
গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব আবার!

৯

গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব আবার!
কণ্টকে কণ্টকে যদি, চিরে প্রাণ নিরবধি,
এ হ'তে তবুও ভাল যন্ত্রণা তাহার!
দিয়েছি পাতিয়ে বুক, সে কণ্টক বিষমুখ.
আমূল হৃদয় তলে বিঁধুক আমার!
ভাল না বাসিলে তোরে, মরি যে যাতনা ঘোরে,
কে বুঝে সে হৃদয়ের যাতনা অপার?
গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব আবার!

১০

গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব আবার!
চাহিনা কামিনী ফুল, চাহিনা বেলী বকুল,
ছার সেই বন-যূই নিছনি তোমার!
কে লাগেরে তোর কাছে, তোর কি তুলনা আছে?
ভূতলে অতুল তুই পারিজাত হার!
হাজার সুন্দর হোক, হাজার সুবাস রোক্,
তবুও কামিনী ভাল লাগেনা আমার,
গোলাপ! তোমারে ভালবাসিব আবার!

১২৮৫-৮৬ সাল;
জয়দেবপুর।

কি হ'লো আমার ?

আহা, কি হ'লো আমার ?
ছিল যে হৃদয় মম, নির্ম্মল দর্পণ সম,
অকলঙ্ক—অতি স্বচ্ছ—অতি পরিষ্কার !
কোন চিন্তা কোন দিন, করে নাই বিমলিন
এমন গভীর ঘন গাঢ় অন্ধকার !
কোন দিন এত বেগে, গর্জ্জে নাই মেঘে মেঘে,
এত বজ্রে ভাঙ্গে নাই এ হৃদয় আর,
আহা, কি হ'লো আমার ?

২

আহা, কি হ'লো আমার ?
বুঝিয়া বুঝিনা যেন, কি হলো কি হলো কেন,
পরাণে পড়িল এসে ছায়া খানি কার !
কার এ বিশাল ছায়া, কার এ বিরাট কায়া,
দেব কি দানব মায়া বুঝিনা তাহার !
সমস্ত হৃদয় যোড়া, বুকভরা আগা গোড়া,
ঢাকিয়া ফেলেছে বিশ্ব জগৎ সংসার।
আহা' কি হ'লো আমার ?

৩

কি হ'লো আমার ? আমি দেখিনা আমারে
সমস্ত হৃদয় রাজ্য ভরা দেখি তারে !
নাহি প্রাণ নাহি মন, কত করি অন্বেষণ,
ডুবিয়া গিয়াছি তার ছায়া অন্ধকারে !

যে দিকে যে দিকে চাই, চন্দ্র নাই সূর্য্য নাই,
তাহারি প্রতিমা মাখা যারে দেখি তারে।
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল আমারে?

৪

কার ও মধুর মুখ বিধুর শোভায়,
পূর্ণিমার রে'তে ফোটে আকাশের গায়?
করি ও নয়ন বাঁকা, কমলে রয়েছে আঁকা,
অমর অমৃত মাখা স্নেহ মমতায়?
জ্বলন্ত হৃদয়ে মম, শীতল চন্দন সম
সরস পরশ কার বহে মলয়ায়?
কে গো এ আকুল প্রাণে, শ্যামা কোকিলার গানে,
মধুর মদিরা ঢালে সংগীত সুধায়?
সায়াহ্ন মধ্যাহ্ন কিবা, কিবা নিশি কিবা দিবা,
পর্ব্বতে পাষাণে বনে তরু লতিকায়,
ক্ষুদ্র শিশিরের বিন্দু, অকূল সমুদ্র সিন্ধু,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ভরা কাহার ছায়ায়?
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল আমায়?

৫

কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিয়াছে প্রাণ?
সশঙ্কে সভয়ে হায়, এত যত্নে কার পায়
আপনি সাধিয়া দিছি আত্ম-বলিদান?
মনের মহত্ত্ব যত, দিয়াছি জন্মের মত,
ভুলিয়া গিয়াছি হায় মান অপমান!
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিয়াছে প্রাণ?

৬

কেগো দেবি ! হৃদয়ের রাজ রাজেশ্বরী,
পাতিয়াছ সিংহাসন, আচ্ছাদিয়া প্রাণমন,
মৃত এ আশারে হায় শবাসন করি ?
এ দগ্ধ শ্মশান-দেশে, এই ভস্ম-অবশেষে
কেগো এ অনল মাখা আনন্দ লহরী ?
কি আছে কি দিব আর, দেবযোগ্য উপহার,
যাও এ শ্মশানরাজ্য যাও পরিহরি !
যাও এ সরল বুকে সর্ব্বনাশ করি !

৭

যাও সর্ব্বনাশ করি, নাহি পারি আর
এমন আগ্নেয়ীমূর্ত্তি পূজিতে তোমার !
সশঙ্কে আতঙ্কে ত্রাসে, এত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে,
এত অশ্রুজল আর এত হাহাকার,
পারিনা পারিনা হায়, নিত্য এত লাঞ্জনায়,
অর্পিতে চরণে হেন পূজা-উপহার !
পারিনা আগ্নেয়ীমূর্ত্তি পূজিতে তোমার !

৮

আনন্দ উল্লাসময় সরল হৃদয়,
নাহি ছিল কোন চিন্তা, নাহি ছিল ভয় !
আপনি আপন মনে, সমস্ত হৃদয় সনে,
আপনি বেসেছি ভাল আপন হৃদয় !
পরাণে লাগেনি দাগ, করি নাই আত্ম-ত্যাগ,
করিনি শান্তির সনে অশ্রু বিনিময় !

কিন্তু আজি কার ছায়া, কার এ বিরাট কায়া,
কার এ বিশাল মূর্ত্তি জ্যোতি-মণিময়!
এত দয়া এত স্নেহ, কার এই দেব দেহ,
লইল হৃদয় রাজ্য করি পরাজয়!
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল হৃদয়?

২০শে ভাদ্র—১২৯৩ সাল;
জয়দেবপুর—ঢাকা।

দেখিলাম কই?

১

দেবি! দেখিলাম কই?
কপোলে কুন্তল চূর্ণ, অধর অমৃত পূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই!
ললাটে লাবণ্য-সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,
দেখেছি কি না দেখেছি এক দিন বই!
এলান কুন্তল ভার, ঘন ঘোর অন্ধকার,
ছড়া'য়ে রয়েছে যেন জলধর অই!
স্নেহে যেন ছানা মাখা, কবি কল্পনায় আঁকা,
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই!
দেবি, দেখিলাম কই!

২

এ দগ্ধ হৃদয়ে দেবি! তুমিই আমার
অমৃতের অবলেপ, আনন্দ তাড়িত-ক্ষেপ,

স্বর্গীয় শান্তির শত সঙ্গীতের ধার !
ও রক্ত অধরে হাসি, ওঠে প্রাণ পরকাশি,
সরল শরত-শোভা শত চন্দ্রমার !
যতক্ষণ দগ্ধ আঁখি, ও নয়নে মেখে রাখি,
ভুলে থাকি এ সংসার জ্বালা যন্ত্রণার !
এ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি তুমিই আমার !

৩

প্রিয়তমে !
এক দিন হৃদয়ের রত্ন-সিংহাসনে,—
যদিও দিবস কত, ঢাকিয়াছে অবিরত
পরতে পরতে তারে শত আবরণে,—
এক দিন হৃদয়ের রত্ন-সিংহাসনে,
বসায়েছি যে প্রতিমা, কি লাবণ্য ! কি মহিমা !
পবিত্র করিলে প্রাণ পরশি চরণে !
হৃদয় অজ্ঞাত ভাবে, কি জানি কি সুখ লাভে
আপনা ঢালিয়া দিল অঞ্জলি অর্পণে !
কি জানি চরণ তব পূত পরশনে !

৪

দেখিনি মানব চক্ষে সেরূপ অতুল,
দেখিনি কখনো প্রিয়ে, মানবের আঁখি দিয়ে,
সে দিন দেখেছি যদি তবু হয় ভুল !
শুধু কল্পনায় আনি, দেখা'ল প্রতিমা খানি,
বিনোদ বদন ভরা এলোমেলো চুল !
ফুটিয়া উঠিয়া হায়, লুটিয়া পড়িছে পায়,

অনাদরে অযতনে—নীচে তরুমূল,
স্বর্গের সুরভি মাখা বিনোদ বকুল!

৫

মোহিল সে প্রাণমন সুরভি উচ্ছ্বাসে,
নয়ন সতর্ক রাখি, চারি দিকে চেয়ে থাকি,
দেখি না হৃদয়ে জানি কোন্ পথে আসে!
সেই এলোমেলো চুল, বিনোদ বকুল ফুল,
প্রাণের ভিতর জানি কোথা হ'তে হাসে!
মোহিল সে প্রাণমন সুরভি উচ্ছ্বাসে!

৬

মোহিল সে প্রাণমন স্বর্গীয় স্বপন,
আজি ক'বছর পরে, একটী মুহূর্ত্ত তরে,
নহে নিদ্রা, নহে তন্দ্রা, নহে জাগরণ!
একটী মুহূর্ত্ত তরে, কত যত্নে মনে পড়ে—
কত আদরের সেই আকুল স্মরণ!
কত অশ্রুজলে ভাসি, কত কাঁদি, কত হাসি,
আকুল প্রাণের সেই কত আকিঞ্চন!
কত পুণ্যে হায় হায়, কত যুগ তপস্যায়,
হেরিব তোমার প্রিয়ে চারু-চন্দ্রানন!
কই দেখিলাম দেবি, জাগ্রত স্বপন!

৭

কই দেখিলাম আজি হৃদয়ের রাণী,
হৃদয় নন্দনে দেবি, যে চরণ নিত্য সেবি,
কই দেখিলাম সেই চরণ দু'খানি!

একমাত্র অদ্বিতীয়, প্রাণের অধিক প্রিয়,
জগতে তোমারে বই আর নাহি জানি !
কই এলোমেলো চুল, কই সে বকুল ফুল,
কই সে আকুল ভাষা—আধ আধ বাণী !
আধ ঘোমটায় ঢাকা, আধ আধ লাজ মাখা,
কই গো সে দয়াময়ী দেবী বীণাপাণি !
কই দেখিলাম আজ হৃদয়ের রাণি !

৮

দেবি, দেখিলাম কই ?
কপোলে কুন্তল চূর্ণ, অধর অমৃত পূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই !
ললাটে লাবণ্য সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,
দেখেছি কি না দেখেছি এক দিন বই !
এলান কুন্তল ভার, ঘন ঘোর অন্ধকার,
ছড়া'য়ে রয়েছে যেন জলধর অই !—
স্নেহে যেন ছানা মাখা, কবি কল্পনায় আঁকা,
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই !
দেবি ! দেখিলাম কই ?

১০ই ভাদ্র, ১২৯৩ সাল।
জয়দেবপুর—ঢাকা।



প্রেমোন্মীলন।

৩

"বুঝিলাম মন!"   প্রিয়ে কি বুঝিলি বল,
নাচিল হৃদয়ে রক্ত তরঙ্গ তরল!
হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি,
একে একে গেছে খুলি,
আপনার বশে নাই পরাণ পাগল,
জানিতে বাসনা মনে কি বুঝিলি বল!"
হৃদয়ের কোন্ খানে,
আবার ছুঁইল জানি,
সঞ্জীবনী সুরাশক্তি পূর্ণ পরিমল।
আবার করিল প্রাণ পাগল পাগল!

২

কি বুঝিলি প্রিয়তমে! কি বুঝিলি বল,
জানিতে বাসনা বড়—পরাণ পাগল!
সোণার মৃণাল দিয়ে,
প্রিয়তমে কি দেখায়ে,
কি বলিলি শশিমুখি ঝাঁপিয়ে অঞ্চল?
"বুঝিলাম মন!" প্রিয়ে, কি বুঝিলি, বল!
বসন্ত কোকিল কণ্ঠে,
সুধাকর গায় যেন,
অজানা ছুঁইল গিয়ে হৃদয়ের তল;
আবার করিল প্রাণ পাগল পাগল!

৩

কি দিয়ে বুঝিলি মন ? "মন দিয়ে মন !"
কবে দিলি ? ক্রোধে রক্ত সুনীল নয়ন !
আরো কত ক্রোধে জানি,
ফুল্ল-রক্ত-সরোজিনী,
করিয়ে বঙ্কিম গ্রীবা কাঁপিল কেমন ;
কত সে সৌন্দর্য্যময় মন্দ আন্দোলন !
আবার সরোজলতা,
ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করি,
হৃদয়ে করিল তপ্ত সুরা সংক্রমণ,
কিবা সেই অভিমান প্রাণ উন্মাদন !

৪

কিবা সেই অভিমান-স্ফীত-বক্ষস্থল,
অপাঙ্গে উগারে আরো উগ্র হলাহল !
কোমল দক্ষিণ পাণি,
টানিল ঘোমটা খানি,
অষ্টমীর অর্দ্ধশশী পবিত্র নির্ম্মল,
উজলিল চারু অর্দ্ধ ঘোমটার তল !
আবার সে অভিমানে,
কবে যে দিয়াছে প্রাণ,
কহিল অমর বালা, বিচূর্ণ কুন্তল
চুম্বিল গোলাপ-রক্ত কপোলের তল !

৫

কি কহিলি অভিমানে সরলা আবার,
পশেনি হৃদয়ে হেন তপ্ত সুরাসার!
আজিই প্রথম তার,
এ হৃদয় ছুঁইবার,
কাঁপিয়া উঠিল বুকে ধমনীর তার,
করেনি হৃদয় হেন উন্মাদ ঝঙ্কার!
এমন উন্মত্ত প্রাণ,
হয় নাই কোন দিন,
একত্রে উছলে যেন সপ্ত পারাবার!
কি কহিলি শশিমুখি সরলা আমার?
সে অনন্ত মত্ততায়,
উদাস করিল প্রাণ,
কি কহিলি মানময়ি? শুনিনু আবার,
"বুঝিতে তোমার মন বাকী নাই আর!"

৬

"বাকী নাই—যা করেছি—এই শেষ তার,
* * বল কি করিব আর?
পাইতে তোমার মন,
কি না করিয়াছি বল,"—
মধুর এস্রাজে প্রাণে বাজিল আবার,
"বল দেখি প্রিয়তম! কি করিব আর?"
পুলকে পাগল প্রাণে,
চাহিনু গগন পানে,

দেখিলাম সত্য শশী সুধার আধার,
বুঝিলাম এত দিনে, বুঝি নাই আর!

৭

কুসুমে সৌন্দর্য্য আছে সুধা পরিমল,
আছে মাদকতা তায় পরাণ পাগল!
বুঝি নাই এত দিন,
বুঝিলাম আজি আছে,
জগতে পরশমণি মাণিক উজ্জ্বল,
অন্তরের ভালবাসা—অমিয় সরল!
বুঝিলাম এত দিনে,
সত্যই মানস হ্রদে,
ফুটে সুধাসিক্ত কম কনক-কমল,
ভূতলে অতুল যার উপমার স্থল!

৮

বুঝিলাম এত দিনে, বুঝি নাই আর,
সত্যই ত্রিদিব আছে অমর সংসার!
মৃত-সঞ্জীবনী সুধা,
সত্যই সেখানে আছে,
মরেনা অমর লোক আস্বাদনে যার,
বুঝিলাম এতদিনে—বুঝি নাই আর!
সত্যই নন্দন বনে,
স্বর্ণ-পারিজাত ফুটে,
সত্যই অধরে সুধা সুর অঙ্গনার,
বুঝিলাম এতদিনে—বুঝি নাই আর

৯

আবার গাইল বীণা তাল মান লয়,
"কহিলাম কথাগুলি প্রগল্‌ভতাময়,
কহিলাম কথাগুলি,
মনের কপাট খুলি,"—
আবার কোমল কণ্ঠ মন্দীভূত হয় ;
কি সুন্দর সরলার সলজ্জ বিনয় !
অতি আস্তে ধীরে ধীরে,
আবার কহিল ফিরে,
"মনে না করিও কিছু !" ভুলিবার নয়,
কি সুন্দর সরলার সলজ্জ বিনয় !

১০

আবার গাইল বীণা তান মান লয়,
"স্মরণে রাখিও সখা যদি মনে লয়,—
অনেক বিশ্বাসে প্রাণ,
তোমাকে করেছি দান,
কি বলিব প্রিয়তম বলিবার নয়,
স্মরণে রাখিও সখা যদি মনে লয় !—
করিয়া অনেক আশা,
দিয়াছি এ ভালবাসা,
সরলা নারীর নাকি সদা ভুল হয় !
স্মরণে রাখিও সখা যদি মনে লয় !"—

১১

এই কি সরলা তোর হৃদয় সরল ?
কেমনে ঢালিলি প্রাণে প্রতপ্ত গরল ?
দেখাব চিরিয়ে বুক,
আছে কিনা একটুক,
অনাদর—অবিশ্বাস,—হৃদয়ের তল,
আয় দেখাইব শিরা ছিড়িয় সকল !
শুনিয়া হাসিল প্রিয়া,
বদনে অঞ্চল দিয়া,
অর্দ্ধ-নিমীলিত চারু-নব-নীলোৎপল,
লাজে অবনত মুখে নিরখে ভূতল !

২৯শে মাঘ, ১২৮৫ সাল।
জয়দেবপুর।

কলঙ্কী শশাঙ্ক।

১

আজি এ শারদ নিশি—হাস শশধর !
নির্ম্মেঘ-নবীন-নীল অমল অম্বর !
নিরমল হাসি রাশি, মনে প্রাণে ভালবাসি,
আরো ভালবাসি অই কলঙ্ক সুন্দর,
আজি এ শারদ নিশি—হাস শশধর !
ভুলিয়ে গিয়েছে প্রাণ, তুমি প্রেম মূর্ত্তিমান,
প্রেমেতে মাখান তব কম কলেবর,
‘কলঙ্কী-শশাঙ্ক’ প্রেম-উপাধি সুন্দর !

উছলিয়া প্রেম পড়ে, কে বলে সুধাংশু ঝরে,
হৃদয়ে প্রেমের স্রোত বহে নিরন্তর,
ও নহে কলঙ্ক অই প্রেমের মোহর!

২

'শশাঙ্ক' কি মিষ্ট নাম, কে কলঙ্ক কয়?
প্রেমের মিলন—এ যে নামে পরিচয়!
কে দিল বাছিয়া নাম, নামেতেই বুঝিলাম—
বুঝিলাম মোর মত তাহারো হৃদয়,
সেও ভালবাসে শশি তোমারে নিশ্চয়!
প্রাণের সহিত শশি, তোমারে হে ভালবাসি,
তুমি যত প্রিয়তম এত কেহ নয়!
'শশাঙ্ক' কি মিষ্ট নাম! কে কলঙ্ক কয়?

৩

ওঠে নাই কোলে যার সোণার হরিণ,
বলুক 'কলঙ্কী' সেই মূর্খে চিরদিন!
এক দৃষ্টি—অর্দ্ধ পায়, অর্দ্ধেক সম্মুখে চায়,
প্রাণ নেয় প্রাণ দেয় প্রাণে হয় লীন,
চকিত সরল অই সোণার হরিণ!
কি জানি আবার কয়, মুখে হাসি বুকে ভয়,
আধ তার মনে রয়, এত পরাধীন!
চকিত সরল অই সোণার হরিণ!

৪

শারদ সায়াহ্ন, হাসে প্রকৃতি শ্যামল,
হাসিছে গগন নব-নীল-নিরমল!

ফোটেনি এখনো তারা, ফোটো ফোটো করে তারা,
কুটীরে ফুটিল কিবা কিরণ-কোমল,
নহে চন্দ্র, নহে তারা, নহে শতদল!
জনক কুরঙ্গ ওটী, সুনীল নয়ন দু'টী,
মরি কি লাবণ্যময় চকিত-চঞ্চল!
শারদ সায়াহ্নে অই নীল উতপল!

৫

দেখেনি যে জন এর নবীন মাধুরী,
চোকের উপরে কিসে প্রাণ করে চুরি!
অথবা সাধিয়ে দেই, তার কিছু দোষ নেই,
সরল হরিণ অই জানে না চাতুরী!
'এস না, ডাকিছে ওই, এ আনন্দ কোথা থুই,
পরাণ ভাসিয়া যায়, আহা কি মাধুরী!
সরল হরিণ অই জানে না চাতুরী!

৬

স্বর্গের অমৃতময় সেই এক দিন—
চকিত সরল অই সোণার হরিণ!
এ দিকে ও দিকে দোলে, আছে সরসীর কোলে,
মৃণাল কণ্টকে যেন সোণার নলিন!
ছুটিয়া আসিতে চায়, মৃণালে আটকে হায়,
বিষাদ সলিলে অই ভাসে চিরদিন,
মৃণাল কণ্টকে যেন সোণার নলিন!

৭

অই যে বিগত দিন পূরব অম্বর,
উজলি উঠিল যবে নব বিভাকর,
আশার একটী রেখা, ওরি সনে দিয়ে দেখা,
মুহূর্ত্তে ফুটিল শত কিরণ সুন্দর,
উজলি উঠিল যবে নব বিভাকর!
চেয়ে দেখিলাম ফিরে, হেমময়ী হরিণীরে,
দাঁড়ায়ে ঘরের ছেঁচে হাসে মনোহর,
প্রাণের হরিণ অই সরল সুন্দর!

৮

'পথের মানুষ'—প্রিয়ে! কেন অভিমান?
মানুষে জানে না দেব পূজার বিধান!
দেবতার যোগ্য যাহা, ভূতলে মিলে না তাহা,
কি দিয়ে তুষিব বল দেবতার প্রাণ,
মরুতে মিলিবে কোথা নন্দন উদ্যান?
হৃদয়ের মরুভূমি, দেখেছ প্রেয়সি! তুমি,
যা ছিল সম্বল দিছি—শুষ্ক এক প্রাণ!
কোথা পাব পারিজাত কুসুম প্রধান?

৯

শুনিলাম পুনরায়—কাঁপিল হৃদয়,
—"হইবে জীবন যদি একদিন লয়!"
এত প্রেম ভালবাসা, আগে ত জানিনে আহা,
সোণার শরীরে ও যে এত জ্বালা সয়,
শুনিলাম সবিস্ময়ে—কাঁপিল হৃদয়!

প্রাণের জীবন্ত যন্ত্র, সাধে যার মহামন্ত্র,
চিনিলাম আজি তারে, নহে সে নিদয়,
প্রেম তার দয়া তার অনন্ত অক্ষয়!

১০

বুঝিলাম আজি অই দেবতার প্রাণ,
প্রেমের অনন্ত উৎস, নহে ও পাষাণ!
প্রত্যেক আঘাতে বুকে, এক গঙ্গা শত মুখে
ছুটিছে অনন্ত বেগে—বহেনা উজান!
বুঝিলাম আজি অই দেবতার প্রাণ!
আজি বুঝিয়াছি হায়, অই ফল্গু গঙ্গা ধায়,
হৃদয়ে অনন্ত স্রোত সদা বেগবান,
প্রেমের অনন্ত উৎস, নহে ও পাষাণ!

১১

আবার বিকালে কালি কি কহিব আর,
সম্মুখে সে হেমময়ী হরিণী আমার!
এই আসে এই যায়, এই পুনঃ ফিরে চায়,
এই দেখি পুনরায় বুকে অভাগার,
কনক-কলঙ্ক অই কুরঙ্গ আমার!
কি কহিব এক মুখে, সে মাহেন্দ্র ক্ষণ টুকে
দীনের গলায় আহা মণিময় হার,
কনক-কলঙ্ক অই কুরঙ্গ আমার!

১২

কি চাহনি চেয়েছিল সলাজ নয়নে,
কি কথা যে কয়েছিল তাও আছে মনে!

বলেছিল বার বার, ‘জানিনা, জানি না আর!’
লুকা’য়ে রেখেছি তাহা পরাণের কোণে,
যতদিন বেঁচে থাকি রহিবেক মনে!
সে সলাজ হাসিমুখ, কিবা লাল টুক্ টুক্!
খেয়েছি স্বর্গের সুধা প্রত্যেক চুম্বনে,
যতদিন বেঁচে থাকি রহিবেক মনে!
উন্মত্ত ঝটিকা দিয়া, আস্ফালিয়া—আন্দোলিয়া,
ঢেলে দিল পদ্মবন প্রতি আলিঙ্গনে!
যত দিন বেঁচে থাকি রহিবেক মনে!

১৩

কত পুণ্য শশধর জানিনা তোমার,
ও কলঙ্ক অঙ্ক-ফল কত তপস্যার?
বল যদি প্রাণ দিলে, শশাঙ্ক, কলঙ্ক, মিলে
পাই কিনা দেখি তবে দিয়ে একবার,
কনক-কলঙ্ক অই কুরঙ্গ আমার!
আরেক মুহূর্ত্ত সুখে, ও কলঙ্ক ধরি বুকে,
এ জীবন স্বর্গসুখ!—বেশি নহে আর!
কনক-কলঙ্ক অই কুরঙ্গ আমার!

১৪

কত পুণ্য শশধর জানিনা তোমার,
একটী রাহুর বল কত ভয় আর?
এ পাপ অবনী তলে, শত রাহু ভ্রমে ছলে,
তবুও কিছুই ভয় করি না যে তার,
শশাঙ্ক, সশঙ্ক নয় হৃদয় আমার!

তুমি ত অনন্ত সুখে, ও কলঙ্ক ধরি বুকে,
স্বর্গের গগন রাজ্যে ভ্র'ম অনিবার,
ছুঁইতে পারে না তোমা পাপের সংসার !

১৫

ওঠে নাই কোলে যার সোণার হরিণ,
বলুক্ 'কলঙ্কী সেই মূর্খে চিরদিন !
সেই সরসীর তীরে, দেখেনি যে হরিণীরে
প্রেমপূর্ণ দু'নয়ন—লাজ ভয় হীন !
সেই লতা-গুল্মবনে, যা রাখিল সংগোপনে,
চকিত সরল অই সোণার হরিণ !
না দেখিয়া—না শুনিয়া, না হাসিয়া—না কাঁদিয়া,
বলুক 'কলঙ্কী' সেই মূর্খে চিরদিন,
ওঠে নাই কোলে যার সোণার হরিণ !

১২৮৬ সাল ;
জয়দেবপুর, ঢাকা।

বহুদিনের পর দেখা।

বহুদিন হ'ল,—ভাল নাহি পড়ে মনে,
খেলেছি শৈশবে এক বালিকার সনে !
বাগানে লইয়া তারে পরায়েছি ফুল,
খোপায় গুজিয়া দিছি মঞ্জরী মুকুল !
বকুলে গাঁথিয়া দিছি চারু চন্দ্রহার,
গলায় দিয়েছি মালা নব মল্লিকার !

সপত্র গোলাপ ফুল অর্দ্ধ বিকশিত,
শ্রবণ যুগলে তার বড় শোভা দিত!
এক দিন দেখিতে সে শোভা মনোহর,
চাহিয়া রয়েছি সেই মুখের উপর,
অকস্মাৎ জিজ্ঞাসিল বালিকা সরলা,
স্থির অবিচল যেন চঞ্চলা চপলা,
"কি দেখেছ একদৃষ্টে চাহিয়া অমন ?"
কহিলাম দেখি তব চারু চন্দ্রানন!
লাজের আবেশে মৃদু মধুর হাসিল,
ছুটিয়া আসিয়া বুকে মুখ লুকাইল!
কিন্তু সে সুখের দিন বেশী দিন নয়,
অপরের সনে তার হ'ল পরিণয়!
আর সে বাগানে নাহি এল এক দিন,
কত ফুল কত মালা হইল মলিন!
কি বলিব শুধু সেই শুষ্ক ফুল দলে,
ভাসায়েছি একা বসি নয়নের জলে!
দিন গেল মাস গেল,—ফিরিল না আর,
সেই-দেখা শেষ-দেখা হইল তাহার!
বহু দিন হ'ল,—ভাল মনে নাহি জাগে,
কে তুমি সরলে! যেন চিনি চিনি লাগে?

৮ই আষাঢ়, ১২৯০ সাল।
কলিকাতা।

জোনাকী।

জোনাকি! আলোক নিয়া নিশীথে নির্জ্জনে,
খুজিয়া বেড়াস্ কি রে এখানে ওখানে?
এক দিন-দুই দিন-তিন দিন নয়,
নিতি নিতি দেখি তোরে এমনি সময়!
পথে ঘাটে মাঠে বনে তরু গুল্ম মূলে,
তটিনীর শ্যাম তটে সরসীর কূলে!
ঝোঁপে ঝাঁপে দুর্ব্বাদলে শ্যাম তৃণ ঘাসে,
যেখানে ফুটিয়া ফুল লতা-বউ হাসে!
কি খুজিস্ একাকী সে নিশীথে নির্জ্জনে,
হারালি এমন কি রে লতা গুল্ম বনে?
রত্ন কি সে? ধন কি সে? কহিনুর মণি?
সামান্য পতঙ্গ তোর সম্পদ এমনি?
অসম্ভব—মিছে কথা! উহা কিছু নয়,
অথচ কারণ গুরু দেখে বোধ হয়!
নতুবা দিবসে নাহি করি অন্বেষণ,
চুরি করি রে'তে কেন খুজিস্ এমন?
বুঝেছি রে, প্রাণটীরে—কপাল আমার!—
হাসিতে হারালি জানি কোন্ লতিকার!
জাগন্ত জগতে দিনে কলঙ্কে লজ্জায়,
না পারিয়া অন্বেষিতে মর্ম্ম বেদনায়,
নিশীথে নির্জ্জনে তাই তাহাদের কাছে,

খুজিস্ প্রাণটী কার পায় পড়ে আছে!
কিন্তু মানবের নামে ধিক্ শতবার,
এমন সৌভাগ্য কভু ঘটে না তাহার!
কি দিবসে কি নিশিতে প্রভাতে সন্ধ্যায়,
সাধ্য কি কাহারো কাছে প্রাণ চে'তে যায়?
নিশিতে তারকা দেখি দিনে দিবাকর,
মাসান্তে দেখিতে পাই পূর্ণ শশধর!
বসন্ত পূর্ণিমা দেখি বর্ষে একদিন,
তাহার অধিক তারে দেখিতে কঠিন!
সেই শ্যাম সন্ধ্যাবেলা—শ্যামল পুকুর,
শ্যামার সুবর্ণ-মূর্ত্তি, হাসি সুমধুর!
কষিয়া হৃদয়ে তার রাখিলাম রেখা,
লুকাইয়া সাবধানে দেখিলাম একা!
কিন্তু আর এ জীবনে হলনা কখন,
পরখি দেখি যে সেই কষিত কাঞ্চন!
জলের কলসী কক্ষে না দেখিনু ফিরা,
লইয়া অমৃত-কুম্ভ গেল যে ইন্দিরা!
সেই দিন বসন্তের পূর্ণ চন্দ্র চাপ,
পরাণে ফুটিয়াছিল সোণার গোলাপ!

*　　*　　*　　*　　*

আজিও দেখিতে তারে হইয়ে অস্থির,
সেই ঘাটে চেয়ে থাকি সেই সরসীর!
তাহার চরণ-স্পৃষ্ট তীরের সে ধূলি,
দুই হাতে বুকে মাখি আকুলি বেকুলি

কিন্তু তার সনে দেখা হইল না আর,
কারে জিজ্ঞাসিব প্রাণ পেয়েছে আমার?
মাথা খাস্, পায় পড়ি, বল্না জোনাকি,
কে করিল প্রাণ চুরি দেখেছিস্ নাকি?

১৫ই আষাঢ়—১২৯১ সাল;
ময়মনসিংহ।

তোমার আমার।

১

দেবি! তোমার আমার,—
কুমুদ সলিলে ভাসে, শশধর নীলাকাশে
বিষাদে মলিন মুখ চির অন্ধকার!
বঞ্চিত মিলন সুখে, সঞ্চিত বিরহ বুকে,
অপূর্ণ আশার পূর্ণ ছবি দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার!

২

দেবি, তোমার আমার,-
অই যে পাষাণময়, শোভে গারো-গিরিচয়,
গগন ভেদিয়া শির উঠিয়াছে যার,
আমরা উহারি সম, দু'জনেই নির্ম্মম,
কঠিন কর্কশ প্রাণ দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার!

৩

দেবি, তোমার আমার !
ভীষণ সাহারা যথা, নাহি তরু তৃণ লতা,
ধূ ধূ করে বালুরাশি অনন্ত অপার,
নাহি বারি-বিন্দু লেশ, সর্ব্বদেশে মরুদেশ,
মরীচিকা মাখা সেই প্রাণে দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

৪

দেবি, তোমার আমার !
স্রোত প্রতিকূল বাতে, ভীষণ তরঙ্গাঘাতে,
আছাড়ে আছাড়ে যথা ভাঙ্গে পারাবার,
আপনি আপন বুকে, লুঠিয়া পড়ে গো দুখে,
আকুল উন্মত্ত সেই চিত্ত দু'জনার,
প্রিয়ে, তেমার আমার !

৫

দেবি, তোমার আমার !
সুন্দর সোণার ছবি, উঠিলে ও রাঙ্গা রবি,
গ্রাসে গো জগত যথা ঘোর অন্ধকার,
হারায়ে গিয়েছি পথ, নাহি ভূত ভবিষ্যৎ,
তেমনি জীবন আজি দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

৬

দেবি, তোমার আমার !
অই যে ভুজঙ্গ চয়, ফণা বিস্তারিয়া রয়,

একটু দংশিলে প্রাণ বাঁচেনা কাহার,
ওর চেয়ে হলাহলে, সতত হৃদয় জ্বলে,
তবুও মরণ নাই দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

৭

দেবি, তোমার আমার !
অই যে ক্ষিপ্তের মত, জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক কত,
অনন্ত গগন রাজ্যে ভ্রমে অনিবার,
আমরাও হরি ! হরি ! তেমনি সংসার করি,
হৃৎপিণ্ড উল্কাপিণ্ড জ্বলে দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

৮

দেবি, তোমার আমার !
অই যে জলদচয়, ব্যাপিয়া গগনময়,
কাঁদিয়া বরষে কত আঁখি-নীর-ধার,
আমরা তেমনি দুখে, নিত্য কাঁদি অশ্রুমুখে,
লুকায়ে অশনি বুকে রেখে দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

৯

দেবি, তোমার আমার !
এত গো প্রণয় নহে, প্রণয়ে কি প্রাণ দহে,
হৃদয় পুড়িয়া এযে হ'ল ছারখার,
বুঝিতে পারিনা হায়, কিসে এ যাতনা যায়,
জ্বলিছে পতঙ্গ সম প্রাণ দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার !

১০

দেবি, তোমার আমার!
আশা ভালবাসা যত, সকলি জন্মের মত,
অপূর্ণ রহিল, পূর্ণ হইল না আর,
শুধু হাহাকার করি, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি,
আর ত হবেনা আহা দেখা দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার!

৮ই চৈত্র—১২৯৩ সাল;
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর, ময়মনসিংহ।

"পত্র লিখিও।"

১

প্রিয় দেবি! কি লিখিব? দুইটী কথায়,
প্রাণের এ দুঃখ রাশি লিখা নাকি যায়?
তুমি ত অসূর্য্যম্পশ্যা, গৃহকোণে অমাবস্যা!
দেখিলে দেখেছ রবি আপনার পায়!
দর্পণে চাহিয়া যদি, দেখে থাক সুধানিধি,
আপনার সুধাময় আনন আভায়!
চাহিয়া গগনবক্ষে, দেখ নাই লক্ষে লক্ষে,
জ্বলে কত উল্কাপিণ্ড, হায় হায় হায়,
কি লিখিব প্রিয়তমে, দুইটী কথায়?

২

প্রাণের এ দুঃখ রাশি কি লিখিব হায়,
দেখনি পর্ব্বত রূপ, প্রকাণ্ড পাষাণ স্তূপ,

বিরাট বিশাল বপু, গগন মাথায়!
তবে এই দুঃখ ভার, কি দিয়ে বুঝাব আর,
কি লিখিব প্রিয়দেবি! দুইটী কথায়,
প্রাণের যন্ত্রণা এত বুঝান কি যায়?

৩

বলনা কেমনে তবে লিখিব তোমায়?
যে অপার দুঃখরাশি, জীবন ফেলেছে গ্রাসি,
যে গভীর শোকসিন্ধু উছলে হিয়ায়,
দেখনি সরলা যদি, সীমাশূন্য সে জলধি,
কেমন সে মহাশূন্যে মিলিয়াছে হায়,
ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গে, কেমনে সে মহারঙ্গে,
গগনের চন্দ্র সূর্য্য গ্রাসিবারে চায়!
না দেখিলে প্রিয়তমে, তাকি লিখা যায়?

৪

বলনা কেমনে তবে লিখিব তোমায়?
না দেখিলে মরুভূমি, কেমনে বুঝিবে তুমি,
কেমনে জ্বলিছে ধূধূ চিত্ত নিরাশায়।
কেমন সে মরীচিকা, বিষমাখা বহ্নি-শিখা,
বিনোদ বাসন্তী বেশে মোহে বঞ্চনায়!
না দেখিলে মরুভূমি, তাকি লিখা যায়?

৫

বলনা কেমনে দেবি! লিখিব তোমায়?
দেখনি আগ্নেয়গিরি, পাষাণের বক্ষ চিরি,
কেমনে অনল স্রোত উছলিয়া যায়!

প্রাণের সে ভস্ম ছাই বাহিরিতে দেখ নাই,
আবরিয়া রবি শশী গগনের গায়।
যে গম্ভীর পরিতাপে, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে,
আহা সে পাষাণ-ভেদী বিলাপ তোমায়,
বলনা কেমনে লিখি—এঁকি লিখা যায় ?

৬

বলনা কেমনে দেবি ! লিখিব তোমায় ?
এ দূর পর্ব্বত দেশে, এ বিজন বনবাসে,
এই যে একাকী বসি গভীর নিশায়,
নিমগ্ন তোমার ধ্যানে, জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে,
আকুল হৃদয়ে দেখি শশী অস্ত যায় !
বাগানের চারি পাশে, দৌড়িয়া আঁধার আসে,
ভীষণ রাক্ষস যেন গ্রাসিতে আমায় !
এ আকাঙ্ক্ষা—এই ধ্যান, ও দগ্ধ জ্বলন্ত প্রাণ,
অস্তমান শশিকরে মাখা হায় হায়,
ওই নিশি অবসানে,—একি লিখা যায় ?

৭

এই নিশি অবসানে প্রেয়সি ! তোমায়,
ছাড়িয়া এসেছি কবে, লেখা দেখি নীল নভে,
অস্তমান শশিকরে, স্তব্ধ তারকায় !
প্রভাতের এ বাতাসে, সে দীর্ঘ নিশ্বাস আসে,
উদাস করিয়া আহা চিত্ত নিরাশায় !
দেখি সেই অশ্রুজলে, মাখা এই দুর্ব্বাদলে,
জনমের মত সেই অন্তিম বিদায় !
এই যেন সেই নিশি যায় যায় যায় !



৮

অন্তিম বিদায় সেই, নিশি যায় যায়!
কতবার কোলে রাখি, কতবার বুকে মাখি,
পাইনা কিছুতে শান্তি রাখিয়া কোথায়!
পারিনা থাকিতে আর, তবু ফিরে শতবার,
চুম্বিয়াছি চখে মুখে আকুলে তোমায়!
আছে কি এমন কথা, লিখিতে এ ব্যাকুলতা;
প্রাণের জ্বলন্ত ব্যথা—হায় হায় হায়!
বলনা কেমনে তবে লিখিব তোমায়?

৯

অন্তিম বিদায় সেই—নিশি যায় যায়!
প্রতিদিন নিশি শেষে, দেখি সে মোহিনী বেশে,
অপূর্ব্ব অমর জ্যোতি আসন্ন-ঊষায়!
অন্য মনে অকস্মাৎ, অমনি বাড়াই হাত,
আদরে লইতে দেবি, হৃদয়ে তোমায়!
কিন্তু ও আকাশ ধরি, বৃথা আলিঙ্গন করি,
হৃদয় ভরিয়া যায় মহাশূন্যতায়!
জানিনা এমন ভাষা, এ বিফল শূন্য আশা,
বুকভরা এ পিপাসা কিসে লিখা যায়!
বলনা কেমনে তবে লিখিব তোমায়?

১৯

বলনা কেমনে দেবি! লিখিব তোমায়?
দুই জনে দুই পারে, কেহ নাহি দেখি কারে,
াণ বারিধি রাখে দূরে দু'জনায়!

যায় না পাখীটী উড়ে, তোমার ও দেবপুরে,
ভগবান বাম হলে কি করি উপায় ?
শুধু স্বপনের মত, জীবন করিব গত,
তোমারি—তোমারি ধ্যানে, তোমারি পূজায় !
বিসর্জ্জন নাহি আর হোক্ মৃত্যু শতবার,
এ অপূর্ণ মহাপূজা অমর আত্মায়,
এ অনন্ত মহাব্রত,—একি লিখা যায় ?

১০ই আশ্বিন, ১২৯৪ সাল ;
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর।

মশা।

বাগানে বাগানে ঘুরে, এ ফুলে ও ফুলে উড়ে,
মধুর পিপাসী অলি মধুপান করিয়া,
নিশিতে ফুলের বুকে, লাগাইয়া মুখে মুখে,
বিবশে সে থাকে বটে মাতোয়ারা পড়িয়া !
শরতে যামিনী কালে, বেষ্টিত তারকা জালে,
উঠিলে সোণার শশী মৃদু মৃদু হাসিয়া,
অনন্ত গগন তলে, সুধা পিয়ে কুতূহলে,
চঞ্চল চকোর ছোটে সে অনন্তে ভাসিয়া !
বরষার নব ঘন, করি মৃদু গরজন,
নীল রঙে নীলাকাশ ফেলে যবে ছাইয়া,
নব জল পিপাসায়, আহ্লাদে চাতক ধায়,
'দে জল দে জল' বলি মন সুখে গাইয়া !

কিন্তু হে রসিক মশা, কুসুমের কোলে বসা,
সামান্য সুধাংশু অই অবহেলা করিয়া,
ভ্রূক্ষেপে চাহনা ফিরে, চাহনা নীরদ নীরে,
বর্ষে যে জ্যোৎস্না জল, ফুল পড়ে ঝরিয়া!
তুমি করি প্রাণপণ, (লোকে বলে 'পণ্ পণ্')
বাড়ী বাড়ী কোণে কোণে সদা ফির ঘুরিয়া,
ফুলের অধিক শোভা, চাঁদ চেয়ে মনোলোভা,
দেখিলে যুবতী মুখ চুমো খাও উড়িয়া!
কিন্তু দুর্ব্বিপাকে বটে, কখনো মরণ ঘটে—
সুধা কে ছাড়িয়া থাকে সুদর্শনে ডরিয়া?
সুরেন্দ্র ইন্দ্রও চায়, সে আননে যদি পায়,
একটী চুম্বন তার শতবার মরিয়া!

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সাল,
কলিকাতা।



ছবি।

১

কি চিত্র এঁকেছ তুমি ধন্য চিত্রকর,
কত ভাব কত ভাষা, কত স্নেহ ভালবাসা,
মথিয়া তুলিলে তুমি এরূপ সুন্দর!
প্রতি রেখা প্রতি টানে, ভাসা'য়ে বাহিরে আনে,
কি সুখ উহার প্রাণে খেলে নিরন্তর!

ওরি বুকে মেখে তুলি, দিয়েছিলে টান গুলি ?
নহে কি অমন ছবি ওঠে মনোহর ?
জানিনা এমন ভাষা, অই ভঙ্গী—অই হাসা,
চম্পক-আঙ্গুলে টিপে পদ্ম-পয়োধর ;
কোলে নিয়ে শিশু ছেলে, দেয় তার মুখে ঠেলে,
খাইয়া কমল সুধা হাসে শশধর !
জানিনা এমন ভাষা লিখিতে সুন্দর ?

পশ্চিমে কোমল রবি হেসে অস্ত যায়,
লাবণ্য সোণার থালা, প্রেমের পুণ্যের ডালা,
ডুবিল জীবনে কার সোণালী-সন্ধ্যায় !
সে রূপ—সে জ্যোতিকণা, কারো মুখে দেখিত না,
ভুলেছে জগৎ তারে হায় হায় হায় !
না না না, ও সোণা-মেঘে, সে হাসি রয়েছে লেগে,
অই যে কোমল নীল আকাশের গায় !
মেঘ কি ভুলিতে পারে, এত প্রেম একেবারে,
জড়িত জীবনে যাহা কণায় কণায় ?
যদিও ডুবেছে রবি, প্রেমের পবিত্র ছবি,
নিষ্ঠুর জগৎ যদি ভুলেছে তাহায়,
এত প্রেম একেবারে, সে ত না ভুলিতে পারে,
অই যে সে বুক ভরা হাসি দেখা যায় !
মরিলেও হাসে প্রেম সোণালী-সন্ধ্যায় !

৩

সোণাসন্ধ্যা সোণামেঘে সুনীল আকাশে,
শরতের সোণাশশী চুপি দিয়া হাসে!
ক্ষুদ্র ও কুটীর দ্বারে ক্ষুদ্র আঙ্গিনায়,
সোণার সমুদ্র দেখে উছলিয়া যায়!
সোণার যৌবনে ফোটা সোণার কমল,
কোলে সে সোণার শিশু হাসে খল খল!
সোণামুখে চুম্বে শিশু এক পয়োধর,
সোণা হাতে চুচুকাগ্র খুঁটিছে অপর!
দেখিয়া সোণার শশী ভাবিছে আকাশে,
কতই আনন্দে যেন আশা অভিলাষে!
"কত পুণ্য কত ধর্ম্ম কত তপস্যায়,
অমন সোণার পদ্মে মধু খাওয়া যায়?"

৪

বেলী যূই ফোটে নাই কুটীরের পাশে,
কেবল সোণার হাসি ঝিঙ্গা ফুল হাসে!
ছায়াময় ঝোপ ঝাপ চারি দিকে তার,
ফুটিছে সোণার কণা জোনাকীর ঝার!
মাঝে তার ফুটে আছে সোণার কমল,
কোলে সে সোণার শিশু হাসে খল খল!
বিফলে বহিয়া যায় সোণার জোয়ার,
কে দেখিবে? ঘরে নাই সোণাবন্ধু তার!

৫

পূরবে ছু’পেয়ে পথ আমতল দিয়া,
বাগানের অন্ধকারে রয়েছে ঢাকিয়া!
এই পথে ধীরে ধীরে আসিছে পথিক,
মাথার উপরে তার ডাকিতেছে পিক,
“উহু! উহু! কি কঠিন পুরুষের প্রাণ,
গেলেনা আসিতে জানে কেমন পাষাণ!”
উপর আকাশে এক পাখী যায় গেয়ে,
“চোক্ গেল পথিকের পথ চেয়ে চেয়ে!”
দয়েল বলিছে ঠারে শিশ্ দিয়া তায়,
“কিছুই বলো না, শেষে পলাবে লজ্জায়!”
শশধর হেসে বলে “সাধ্য আছে কার,
দেখিলে এ রূপরাশি যাইবে আবার?”

৬

পথিক আসিতে চায় চলেনা চরণ,
কি যেন আনন্দে তার ভু’লে গেছে মন!
পথিক আসিতে চায় পথ নাহি পায়,
নয়ন ভুলিয়ে যেন রয়েছে কোথায়!
কোথা গেছে চোক্ তার কোথা গেছে মন,
কে কোথা ইন্দ্রিয়গণ করেছে গমন।
কুড়া’য়ে আনিতে যেন নাহি পারে আর,
জীবনে হয়েছে হেন মৃতের আকার!
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ স্তব্ধ স্থির অবিচল,
দাঁড়া’য়ে একটী যেন পাষাণ পুত্তল!

আবার মাথার পরে আমের পল্লব,
নাড়িল একটী পাখী করি কলরব!
গাইল একটী মেয়ে দূরে তার সনে,
"আম গাছে বৈয়া লো,
সোণা পাখী ডাকিল!—"
শুনিল একটী চন্দ্র থাকিয়া গগনে!
একটী রমণী ভুলে, চাহিল নয়ন তুলে,
একটী নিশ্বাস দীর্ঘ পড়িল কেমনে!
বুঝিনা পাখীর ভাষা, বুঝিনা নারীর আশা,
কি বলিল কি বুঝিল তারা দুই জনে!
সামান্য বালিকা মেয়ে, সেও যে বুঝিল গেয়ে,
পুরুষ এত কি বোকা? হাসিল গগনে,
বেড়িয়া একটী চন্দ্র তারা শত জনে!

৮

ফিরে না নারীর আর নয়ন যুগল,
পড়ে না আঁখির পাতা স্থির অবিচল!
প্রেমের অনন্ত সিন্ধু, সে নয়নে এক বিন্দু,
গড়ায়ে পড়িল যেন শিশিরের জল,
পড়িল সুন্দর বুকে, শিশুর সুন্দর মুখে,
একত্রে ভিজিল দুই শশী শতদল!
অশ্রুসিক্ত স্তনভার, শিশু না চুম্বিল আর,
রহিল মায়ের মুখ চাহিয়া কেবল!
আবার পড়িল বিন্দু, দুইটী বদন ইন্দু

হাসিল, ভাসিল দুই শিশু হিমাচল,
যমুনা জাহ্নবী স্রোতে—পবিত্র নির্ম্মল!

৯

ফিরে না নারীর তবু নয়ন যুগল,
চেয়ে আছে অনিমিখে, আঁধার পথের দিকে,
জাগ্রত স্বপনে নাকি এত কুতূহল?
এত আশা জাগে মনে, এত আশঙ্কার সনে,
জ্বলিছে নিবিছে যেন জোনাকীর দল!
ছায়ায় আঁকিছে বুক, ছায়ায় আঁকিছে মুখ,
ছায়ায় আঁকিছে তার শরীর সকল!
কিন্তু সে পাষাণময়, প্রাণ কি ছায়ায় হয়?
ছায়ায় মিশিছে ছায়া—যতন বিফল!
জাগ্রত স্বপনে নাকি এত কুতূহল?

১০

এই দৃশ্য মহাশোভা—মহা মহোৎসব,
তিনটী বছরে আজ প্রাণে অনুভব!
প্রকৃতি দেখেনি আর যুগান্তে কখন,
এত দূরে এত গাঢ় দৃঢ় আলিঙ্গন!
ভেঙ্গে যায় বুক যেন ভেঙ্গে যায় হাড়,
রেণু রেণু হয়ে যায় প্রাণ দু'জনার!
চুম্বিতে দোহারে দোহে করিতেছে পান,
কি আকাঙ্ক্ষা অগ্নিময় শিখা লেলিহান্!
দেখিতে দোহারে দোহে করে ভস্মময়,
কি ভস্মলোচন প্রেম, কাম ভস্ম হয়!

ধন্য চিত্রকর, তুমি কি এঁকেছ ছবি,
কল্পনা করিতে এত নাহি জানে কবি

২৪শে বৈশাখ, ১২৯৫ সাল,
কলিকাতা।

ঘোমটা।

রমণীর চারুচন্দ্র পবিত্র আনন,
কেন তুমি আবরিয়ে রয়েছ ঘোমটা,
দেখিতে না দেও তার লাবণ্য কেমন,
ভুবনমোহন সেই নব রূপ ছটা!
দিবা নিশি একাকী সে দেখ চাঁদ মুখ,
তথাপি আকাঙ্ক্ষা নাহি পূরে একটুক!

১

তুমি হিংসুকের শেষ বড়ই নিষ্ঠুর,
পরে যে দেখিবে তব নাহি সয় প্রাণে,
তুমি হে রাহুর চেয়ে ভয়ানক ক্রুর.
রাহু ত গিলিয়া পুনঃ উগারিতে জানে!
গিলিলে নারীর মুখ তুমি দুরাচার,
যৌবন থাকিতে তাহা নাহি ছাড় আর!

২

দেও হে দেখিব আজ বড় সাধ মনে,
ও নলিন রূপরাশি—অমলিন কাচ!

ভয় কর কি জানি কি যদি দরশনে,
নয়নে তুলিয়ে তার নিয়ে যাই ছাঁচ!
নিব না, দেখিব শুধু আমার এ দাগে,
তোমার ও মুখ খানি লাগে কি না লাগে!

৩

হারা'য়ে গিয়েছি তারে বহু দিন গত,
পরাণ আকুল বড় দেখিতে তাহারে,
টলমল সে কমল নয়ন আনত,
নুইয়ে পড়েছে যেন স্নেহ লাজ ভারে!
দেখিলেই ঢাকা-মুখ মনে করি সেই,
লুকা'য়ে রয়েছে বুঝি এই—এই—এই!

সন্দেহ ভাঙ্গিয়া দেও—ভেঙ্গে দেও ভুল,
অপবিত্র হইবে না দেখিলে কখন,
পৃথিবীর পাপী তাপী কত দেখে ফুল,
দেখে রবি, দেখে শশী, গ্রহ তারাগণ!
সেই জ্যোতি সেই কান্তি নব পরিমল,
সকলি তেমনি থাকে পবিত্র উজ্জ্বল!

৫

একটু সরনা তুমি আমি দেখে যাই,
এত দেখ নিশি দিন পূরে না কি আশা?
অথবা তোমারে মিছে দোষ দেই ভাই,
রমণীর মুখে জাগে ভীষ্মের পিপাসা!

রাহু যে চাঁদেরে ছাড়ে শুধু চাঁদ ব'লে,
সেও না ছাড়িত কভু চাঁদ মুখ হ'লে!

২৩শে বৈশাখ, ১২৯৫ সাল;
কলিকাতা।

আইভি লতা।

১

আইভি লতা!
কত স্নেহ মমতায়, হৃদয় ছাইয়া যায়,
রাখেনা একটু ফাক, একটু ব্যথা!
মনে ক'রে দেয় তার স্নেহ মমতা!

২

আইভি লতা!
স্বর্গীয় সরল প্রাণে, শুধু ভালবাসা জানে,
ফুল ফু'টে নাহি হাসে দেমা'কে কথা!
মনে ক'রে দেয় তার স্নেহ মমতা!

আইভি লতা!
পোড়া মাটী নাহি বাছে, বেয়ে উঠে মরা গাছে,
এমন উদার প্রাণ দেখেছ কোথা?
শ্যামরূপে মাথা যেন কত মমতা!

৪

আইভি লতা!
অলি না ছলিয়া যায়, ফুলে মধু নাহি থায়,
পবিত্র সরল শুদ্ধ দেবতা যথা!
মনে ক'রে দেয় তার স্নেহ মমতা!

৫

আইভি লতা!
নাহি জানে অভিমান, সতত প্রসন্ন প্রাণ,
না আছে বিষণ্ণ ভাব নাহি ছলতা!
ভুলিতে পারিনা সেই পুরাণো কথা!

৬

আইভি লতা!
সাদা সিদে সোজা সাজ, সাদা সিদে বোঝা কায,
বসন্তে বিলাস নাই, শীতে জড়তা!
মনে পড়ে কবে তারে দেখেছি কোথা!

৭

আইভি লতা!
যখনি দেখিতে পাই, ভাবে ভোর সর্ব্বদাই,
বয়ান ভুলিয়া গেছে বলিতে কথা!
নয়নে গলিয়া পড়ে স্নেহ মমতা!

আইভি লতা!
বুকে ঢেকে বুকে থেকে, চমকে স্বপন দেখে,
তরাসে শিহ'রে উঠে হরিণী যথা!
কোথা সেই দেবপুর, কোথা দেবতা!

১৯শে বৈশাখ, ১২৯৫ সাল;
কলিকাতা।

পূর্ণ বিকশিত।

১

"সুনীল গগনে আজি পূর্ণ বিকশিত,
হাসি হাসি মুখে শশী কেন প্রকাশিত ?
কেন এই জ্যোৎস্না রাশি,
কি হেতু পুলকে ভাসি,
নীরব প্রকৃতি রাণী এত উদ্ভাসিত ?"

২

সুন্দর শরত চন্দ্র নির্ম্মল আকাশে,
পূবে—পুকুরের পারে, অন্ধকার বাঁশ ঝাড়ে,
বুক চিরে হাসি তার চুরি ক'রে আসে।
মড়্ মড়্ ভাঙ্গে হাড়, তবু খে'ল্ নাহি তার,
তবু দোলে বাঁশ ঝাড় আনন্দে বাতাসে !
এ হাসি মরম-ছেদী, এ হাসি পরাণ-ভেদী,
আহাহা ! এমন হাসি কে না ভালবাসে ?
সুন্দর শরত চন্দ্র নির্ম্মল আকাশে !

৩

আম কলা নারিকেল কাঁটাল সুপারী,
চারি দিকে আছে সব সারি সারি সারি !
আরো আছে যথা তথা, কত তরু কত লতা,
স্বর্গের একটী যেন গৃহস্থের বাড়ী !
কোণায় দাড়িম গাছে, শ্যামা লতা উঠিয়াছে,
লইয়া ডোগাটী হাতে দাঁড়া'য়ে সুন্দরী !

সম্মুখে বাঁশের ঝাড়, বুক ভাঙ্গে হাসি তার,
চাতক চমকি উঠে হাহাকার করি !
দেখেনা শোনেনা তারা বোঝেনা সুন্দরী !

৪

লইয়া ডোগাটী হাতে ভাবিছে সরলা,
ভাবিছে চাহিয়া পূবে, জ্যোৎস্নায় আকাশ ডুবে,
বোঝেনি সে হতভাগী নিজে ষোলকলা !
বোঝেনি তাহার কাছে শিখিতে যে আসিয়াছে,
কলঙ্কী শশাঙ্ক হাসি—ভুবন উজলা !
ভুলিয়াছে শশীর সে হাসি ভরা মলা !

৫

সমীর তাহার স্পর্শ এসেছে শিখিতে,
যে গিয়াছে গারো-দেশে উদাসী বিদেশী বেশে,
তারে গিয়া নিশাকালে শিহরিয়া দিতে !
মোহময় স্পর্শ তার, কে শিখিবে সাধ্য কার,
আপনি মোহিত বায়ু নিকটে আসিতে !
আঁচলে লুটায় পায়, অলস অবশ কায়,
বোঝেনি সে 'হাবী' তারে শিখাইয়া দিতে !
সমীর তাহার স্পর্শ এসেছে শিখিতে !

৬

তার মধু, তার শোভা, তাহার সৌরভ,
শিখিতে তাহার কাছে, কত ফুল ফুটিয়াছে,
ফুটেছে বাগানে বনে শোভা অভিনব !
করুণা মমতা স্নেহ, কোমলতা শিখে কেহ,
শিখে যেন ভালবাসা নিশীথ নীরব !

কারে যেন কোথা থেকে, ফুলে ফুলে বলে ডেকে,
কে যেন স্বপনে আজ করে অনুভব,
তার মধু তার শোভা তাহার সৌরভ !

বোঝেনি প্রকৃতি আজ শিখে তার কাছে,
উদার মহান্ মন, বিশ্বব্যাপী আলিঙ্গন,
বিশাল গগন রক্ষ প্রসারিয়া আছে !
তরল কোমল হৃদি, দয়া শিখে জলনিধি,
সৌন্দর্য্য প্রভাত সন্ধ্যা শিখে পাছে পাছে !
দেবতা মানবে আশা, স্বর্গে মর্ত্ত্যে ভালবাসা
না দেখে কেমনে শুধু আঁখি জলে বাঁচে,
কে যেন স্বপনে আজ শিখে তার কাছে !

বোঝেনা জানেনা 'হাবী' এত রূপ তার,
জানেনা বোঝেনা হাবী, চোক্ তু'লে যারে চা'বি,
জনমের মত তার হইবে আঁধার !
যারে দিবি পা ছুঁইতে, প্রাণ ঢেলে পূজা দিতে,
সেত না আসিবে আহা ফিরে ঘরে আর !
যাহারে লিখিবি পত্র, কবিতায় পাঁচ ছত্র,
লিখিবে সে মহাকাব্য আঁখি জলে তার !
বল্ দেখি হারে হাবি ! তুই কি বুঝিতে চা'বি,
বারো-গিরি ভরা তার এত হাহাকার ?
জানেনা বোঝেনা হাবী এত রূপ তার

৯

চাহিয়া আকুল মনে আকাশের পানে,
ভাবিছে চাঁদের হাসি, চাঁদের এ রূপরাশি;
কতই আনন্দে প্রাণ ভাসাইতে জানে!
হাবী ত জানেনা হায়, নিজ রূপে থাবি থায়,
হেসে বলে মধুকর কুসুমের কাণে!
শুনে সে অলির ভাষা, দেখে সে ফুলের হাসা,
প্রবাসী চাহিয়া আছে পর্ব্বত পাষাণে,
জাগ্রত স্বপনে আজ শত সাবধানে!

১০

শুনিছে সে দেবকণ্ঠে স্বর্গীয় সঙ্গীত,
আনন্দে পড়িছে পত্র, সুধা-মাখা প্রতি ছত্র
"সুনীল গগনে আজি পূর্ণ বিকশিত,
হাসি হাসি মুখে শশী কেন প্রকাশিত?
কেন এই জ্যোৎস্না রাশি,
কি হেতু পুলকে ভাসি,
নীরব প্রকৃতি রাণী এত উদ্ভাসিত?"
শুনিয়া অলির ভাষা, দেখিয়া ফুলের হাসা,
আনন্দে ভুলিয়া গেছে প্রবাসীর চিত,
প্রাণে জাগে প্রেমমূর্ত্তি—পূর্ণ বিকশিত!

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—১২৯৫ সাল;
কলিকাতা।

কি দিবে ?

১

শারদ পূর্ণিমা নিশি নির্ম্মল সুন্দর !
কি যেন আনন্দ ভরা, হাস্যময়ী বসুন্ধরা,
রজত জ্যোৎস্না ঢালা দিক্ দিগন্তর !
নির্ম্মল সুনীলাকাশে, তারা হাসে চন্দ্র হাসে,
কাননে কুসুমে হাসে লতা মনোহর ?
কি যেন কি সরলতা, পরিপূর্ণ যথা তথা,
খুলেছে প্রকৃতি রাণী পুণ্যের নির্ঝর !

"পবিত্র পূর্ণিমা নিশি সুন্দর কেমন,
কি আজ তোমারে দিয়া সুখী হবে মন !"
কি যেন স্বর্গীয় তানে, কি যেন পশিল কাণে,
কি যেন ফুটিল প্রাণে সুধা প্রস্রবণ !
"কি আছে তোমারে দিতে, মাটীর এ পৃথিবীতে,"
এ মৃত জগতে আহা অমৃত স্বপন !

৩

সত্যই স্বপন একি আশার ছলনা ?
স্বর্গীয় সুধার নামে শুধু বিড়ম্বনা ?
কি দিবে জাননা দেবি ! জাননি কি হয়,
সত্যই জীবন গেল বৃথা তপস্যায় ?

সত্যই বোঝনি প্রিয়ে, দেবের হৃদয় দিয়ে,
মর্ত্ত্যের মানুষ আহা কি পাইতে চায়?
এমন অপূর্ণ বুকে, এত অশ্রু-পূর্ণ মুখে,
বোঝনা মানুষ কাঁদে কি যে পিপাসায়?
বোঝনা সত্যই তবে, ছাই হবে—ভস্ম হবে,
আর যে বাঁচে না প্রাণ এত নিরাশায়!
সত্যই কি এত দিনে বুঝিলেনা হায়?

৪

কি দিবে জাননা দেবি, ভাবিয়া কাতর?
ছি ছি ছি! শুনিয়া দেখ হাসে শশধর!
যেখানে আছগো তুমি, হৌক্ না সে মর্ত্ত্যভূমি,
হৌক্ না সে বালুভরা মরু ভয়ঙ্কর!
পাহাড় পর্ব্বত রূপে, উন্নত পাষাণ স্তূপে,
নির্ম্মমতা কঠিনতা থাকুক বিস্তর!
তথাপি তোমার কাছে, সেখানে সকলি আছে,
যা কিছু সরল সত্য পবিত্র সুন্দর!
সকলি সেখানে আছে যাহা মনোহর!

যেখানে তুমি গো আছ, আছে তথা সব,
তুমি ফুল, তুমি মধু, তুমিই সৌরভ!
তোমারি সুরক্ত ঠোঁটে, স্বর্ণ পারিজাত ফোটে,
তোমারি বদনে দেবি, অমৃত উদ্ভব!
লাবণ্যে শশাঙ্ক হাসে মলয়া বহিছে শ্বাসে,
নয়নে নলিন শোভা করে পরাভব!

তুমি শান্তি সরলতা তুমি পুণ্য পবিত্রতা,
প্রীতির কলপ-লতা—আনন্দ উৎসব !
তুমিই সে অমরের অতুল বিভব !

৬

কি দিবে তুমি গো দেবি প্রিয় প্রাণেশ্বরি !
কি আছে তোমার আর,—হরি ! হরি ! হরি !
কিবা তুমি চাহ দিতে, কি নাই এ পৃথিবীতে ?
ভাবিয়া তোমার কথা হেসে কেঁদে মরি !
তুমি রত্ন—তুমি খনি, তুমিই আপনি মণি,
কি দিবে আমারে তুমি আপনা পাসরি ?

৭

পবিত্র পূর্ণিমা নিশি কেমন সুন্দর,
চকোরেরে সুধা দিয়া, কুমুদেরে ফুটাইয়া,
কি দিবে আমারে শুনে হাসে শশধর !
তরু কোলে লতা হাসে, নীরব অফুট ভাষে,
কুসুম হাসিয়া মরে কোলে মধুকর !
কি তুমি গো চাহ দিতে, কি নাই এ পৃথিবীতে ?
তোমারি চরণে স্বর্গ সেবিছে অমর !

৮

কি দিবে আমারে দেবি ! ফিরে পুনরায়,
আর না বলিও হেন কঠিন ভাষায় !
পাষাণ বিদীর্ণ হবে, সাগর শুকা'য়ে যাবে,
অনল জ্বলিবে শত অনল শিখায় !
বিষে বিষ যাবে ছেয়ে, শোকের সন্তাপ পেয়ে,

অশনি মূরছা যাবে কুসুমের প্রায়!
আর না বলিও দেবি! কি দিবে আমায়!

৯

অথবা ভাগ্যের দোষে,—
নিতান্ত যদ্যপি আহা বুঝিলে না হায়!
এস তবে এস প্রিয়ে, দেই আজি শিখাইয়ে,
ধরার মানুষ মরে কি যে পিপাসায়!
দেও হৃদয়ের রাণি! কালকূট বিষ আনি,
জ্বলিছে হৃদয় খানি শত যাতনায়!
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি, দেও মুখে পান করি,
আদরে অমৃত সম আকুল তৃষায়!
নিকটে দাঁড়াও এসে, দেখে যাই জন্মশেষে,
স্মরণে রাখিও,— * * * * *

২৭শে আশ্বিন, ১২৯৩ সাল;
জয়দেবপুর—ঢাকা।

ক্ষুদ্র তরী।

১

অই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
ছুটিয়া পাগল প্রাণ ওরি পিছে ধায়!

অনন্ত লহরী সঙ্গে,
তরঙ্গিনী কত রঙ্গে,
তরল রজত স্রোত পুলকে গড়ায়!
অই ক্ষুদ্র তরী খানি বুকে ভেসে যায়!
কঠিন কাষ্ঠের তরী,
নদী বক্ষ ভেদ করি,
প্রতি দাঁড় বিক্ষেপণে ছুটিয়া পলায়,
পশ্চাতে রাখিয়া দাগ,—যতদূর যায়!

২

অই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
পাগল প্রাণের প্রাণ ওরি পিছে ধায়!
জীবন-প্রবাহে নদী,
দাগ রেখে যায় যদি,
তবুও জলের দাগ জলেই মিশায়,
আবার লহরী রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়!
কঠিনা কাষ্ঠের তরী,
এই বক্ষ ভেদ করি,
তোরলো হৃদয় সনে ভেসে ভেসে যায়,
বিদীর্ণ হৃদয় নাহি মিশে পুনরায়!

৩

অই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
পাগল করিল প্রাণ—কেগো অই নায়?
প্রতি দাঁড় বিক্ষেপণে,
যে আঘাত লাগে মনে,

যে তরঙ্গ ওঠে মনে বলা নাহি যায়,
নদীর নির্জীব জল সম্ভবে কি তায়?
জলময় নদীবক্ষ,
এ আঘাত লক্ষ লক্ষ—
মুহূর্ত্তে কাঁপায়ে জল মুহূর্ত্তে মিশায়,
বিদ্যুত আঘাতে বুক বিলোড়িয়া যায়!

৪

অই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
পাগল করিল প্রাণ—কেগো অই নায়?
তরল সলিল রাশি,
সরল রজত হাসি,
আঘাতে কাঁপিয়া নদী হাসে পুনরায়,
সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য মালা পরিয়া গলায়!
কিন্তু ও আঘাতগুলি,
যে তরঙ্গ দিছে তুলি,
প্রতপ্ত শোণিত স্রোতে, সহন না যায়,
সমস্ত হৃদয় কাঁপে আগায় গোড়ায়!
মনের যে সুখ আশা,
প্রাণের যে ভালবাসা,
অন্তরের সে পিপাসা ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রায়,
কম্পিত জীবন-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়!

৫

অই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
পশ্চাতে রাখিয়া দাগ—কেগো অই নায়?

স্বর্ণভানু অস্তাচলে,
কি শোভা জলদ দলে,
সোণার আঁচলখানি গগনের গায়,
শীতল মৃদুল সান্ধ্য অনিলে উড়ায়!
ও তরীর আগে ভাগে,
আকাশে ও শোভা জাগে,
মোর মত পিছে থেকে দেখ পুনরায়,
ধবক্ ধবক্ জ্বলে বহ্নি গগনের গায়!

৬

অই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
ফিরে না নয়ন দুটী—কেগো অই নায়?
কঠিন মাঝীর প্রাণ,
ঘন দেয় দাঁড়ে টান,
মনে করি, করি মানা, সরেনা জিহ্বায়!
কাতর নয়ন দু'টী ওই দিকে চায়!
বাসনা সতত প্রাণে,
থাকে তরী অই খানে,
নয়নের পথে পথে ভাসিয়া বেড়ায়,
সায়াহ্ন পবনে অই নদী-নীলিমায়!

৭

অই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
ফিরে না নয়ন দুটী,—কেগো অই নায়?
দেখিব বলিয়া যারে,
চাহিতেছি বারে বারে,

এখন তাহারে আর দেখা নাহি যায়,
নয়ন তরণী মাঝে গ্রাম অন্তরায়!
দেখিয়াছি শেষ বার,
লও প্রিয়ে উপহার,
শেষ অশ্রুবিন্দু এই,—কি দিব তোমায়?
সকলি দিয়াছি আগে,—বিদায়! বিদায়!
যাই তবে প্রিয়তমে,
ভাবি নাই এজনমে,
সকলি দিয়াছি আগে,—দিব যে তোমায়,
এতদিনে শেষ-অশ্রু—অন্তিম বিদায়!

৭

অই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
পুণ্যময় সেই দেশ লাগিবে যথায়!
ত্রিদিব সৌন্দর্য্য রাশি,
যাইতেছে ভাসি ভাসি,
সায়াহ্ন সমীরে অই নদী-নীলিমায়,
পুণ্যময় সেই দেশ লাগিবে যথায়!
পু'ড়ে হ'লো ভস্ম ছাই,
হৃদয়ের কিছু নাই,
নয়নের শেষ-অশ্রু—অন্তিম বিদায়!
এ জনমে দেখা নাহি হবে পুনরায়!

১২৮৫ সাল,
জয়দেবপুর—ঢাকা।

কোথায় যাই ?

১

আর ত পারি না আমি নিতে !
করুণার মমতার, এত বোঝা—এত ভার,
আর আমি পারিনা বহিতে !
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ,
আর না কুলায় শকতিতে !
হৃদয় গিয়েছে ভ'রে, নয়নে উছলে পড়ে,
ধরেনা ধরেনা অঞ্জলিতে !
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়,
অলস অবশ সাঁতারিতে !

২

আমারে দিও না কেহ, আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারিনা মুছিতে !
এত স্নেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
যে না পায়, পারেনা বুঝিতে !
জীবনে করেছি শিক্ষা, শুধু ভিক্ষা—শুধু ভিক্ষা,
একটু শিখিনি কারে দিতে !
কত ভাবি দিব যেয়ে, দিতে যেয়ে বসি চেয়ে,
সেত গো জানেনা ফিরাইতে !

৩

সে জানেনা কণা—বিন্দু, সে দেয় ঢালিয়া সিন্ধু,
ছোট বুকে পারিনা রাখিতে !

আরো বলে দিবে কত, জন্ম জন্ম অবিরত,
রয়েছে অনন্ত আরো দিতে!
শুনিয়া লেগেছে ত্রাস, সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!
এত দিলে পারি কি বাঁচিতে?
চাহিনা তাহার প্রেম, হোক হীরা—হোক হেম,
হউক অমৃত পৃথিবীতে!
কিন্তু গো তুমিও যদি, ভালবাস নিরবধি,
তবেই ত হইবে ঠেকিতে!
সে'ত আছে দেবভূমি, জগৎ যুড়িয়া তুমি,
কোথা আমি যা'ব পলাইতে?

১৭ই বৈশাখ,—১২৯৫ সাল;
কলিকাতা।

শজারু।

দীন বাঙ্গালীর হায়, চাকরিই ব্যবসায়,
তাহাও এ অভাগার ভাগ্যে নাহি জুটিল!
ঘরে বঙ্গবালা প্রিয়া, তারেও গহনা দিয়া,
তুষিবারে দুরদৃষ্টে ঘ'টে নাহি উঠিল!
প্রেমের প্রতিমা খান, দীনতায় নহে ম্লান,
সরলা হরিণী সম নাচে কাছে ছুটিয়া!
তরল কৌমুদীরাণী, গোলাপী মাখন খানি,
চায়নি গহনা প্রিয়া কভু মুখ ফুটিয়া!
প্রেয়সীর মুখ খানা, পাকা দাড়িমের দানা,

টল মল করে রসে আছে কোণে বসিয়া!
সরল ফুলের প্রাণে, সরল ফুলের ঘ্রাণে,
সরল সুধার ধারা পড়ে যেন খসিয়া!
প্রতিবেশী আছে যারা, সকলেই ধনী তারা,
মেয়ে ছেলে রাখে গায় সোণা রূপা জড়িয়া!
বসা'য়ে রূপের হাট, উজলে দীঘির ঘাট,
বড় মানুষের মেয়ে কত ভূষা পরিয়া!
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, প্রেয়সী কহিল আসি,
"বিধুর গহনাগুলি মরি কিবা সুচারু!"
দিবার যোগ্যতা নাই, আর কি কহিব ছাই,
হাসিয়া কহিনু "প্রিয়ে! সাজিবে কি শজারু?"

১২৮৫ সাল;
জয়দেবপুর—ঢাকা।



সখী।

১

সখিরে! আমারে কি বুঝাইবি বল?
আমি কি বুঝিনা হায়,
তাহারে না পাওয়া যায়,
যে ধন কাটিয়া যায় আপনি অঞ্চল?
বুঝিনা কি তার তরে,
যে মরে সে মিছা মরে,
যে ফেলে সে মিছা ফেলে নয়নের জল?

গলায় মারিয়া ছুরি
যে যায় আপনি চুরি,
তার লেগে ভেবে মরে কে হেন পাগল ?
সখিরে! আমারে কি বুঝাইবি বল ?

২

সখিরে! আমারে কি বুঝাইবি বল ?
আমিত আপনি বুঝি,
আমি তারে নাহি খুজি,
যে পাখী কাটিয়া গেছে আপনি শিকল !
কঠিনা পাষাণী শারী,
কঠিনা পাষাণী নারী,
মরমে মমতা নাই, চখে নাই জল !
এতদিন ভাঙ্গা বুকে,
এতই কি ছিল দুখে,
রয়েছে প্রাণের কণা বিঁধে পদতল ?
ঘৃণা লজ্জা আশেপাশে,
সে বুঝি না ভালবাসে,
নিশ্বাসে পুড়িয়া গেছে হৃদয় কোমল !
যা'ক্ সে চলিয়া যা'ক্,
চিরকাল সুখে থা'ক্,
ভুলেও ভাবিনা তারে, ভাবিয়া কি ফল ?
সে যথা ভুলেছে, তথা ভুলেছি সকল !

৩

সখিরে! তবু কেন ফেলি আঁখি জল?
নিশ্বাসে নিশ্বাসে হেন,
পরাণ কাঁপিছে কেন,
ভাঙ্গিছে চূরিছে যেন পাঁজর সকল!
তবু হেন হাহাকারে,
কেন কাঁদি বারে বারে,
প্রাণের ভিতরে কেন জ্বলে দাবানল?
শুনিবি? শুনিবি সই?
আয় তবে আয় কই,
কই সে প্রাণের কথা ব্যথা অবিরল!
সে গেছে যদিও হায়,
প্রেম তার নাহি যায়,
পরাণে বাঁধিয়া আছে পাষাণ শৃঙ্খল!

৪

সখিরে! প্রেম নাকি নিতান্ত কোমল?
তুইও ত বলিতি আগে,
প্রেমে ভর নাহি লাগে,
না ছুঁইতে ছিঁড়ে যায় কুসুমের দল!
যারা প্রেম করিয়াছে,
তারাও ত বলিয়াছে,
ভাঙ্গে সে আঁখির ঠারে ঠুন্‌কো কেবল!
কত জনে হেসে খেলে,
পথে ঘাটে ভেঙ্গে ফেলে,

প্রেম কি প্রাণের ব্যথা ?—কথার কৌশল !
সখিরে ! এমনি নাকি বুঝাইতি বল ?

কিন্তু—

সখিরে ! আমার কি কপালের ফল,
স্নেহ তার, প্রেম তার,
নহেরে কুসুম হার,
লৌহময় বজ্রময় পাষাণ শৃঙ্খল !
ছিঁড়িতে নাহিক পারি,
কি কঠিন প্রেম তারি,
মিছা টানাটানি করি বুকে নাই বল !
যতন করি যে এত,
কিছুতে গলেনা সে'ত,
দিন রাত এত ঢালি নয়নের জল !
বৃথাই এ জল ঢালা,
নিবে না প্রাণের জ্বালা,
নিবে না সে পোড়া প্রেম—অশনি অনল !
এ দীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ে,
একটু নাহিক নড়ে,
চাপিয়া বসেছে বুকে যথা হিমাচল !
বৃথা করি তোলপাড়,
বৃথা করি হাহাকার,
বেঁধেছে সাগর বুক পাষাণ শৃঙ্খল !

হায় কি কঠিনা নারী,
কি কঠিন প্রেম তারি,
ছিঁড়িতে নাহিক পারি বুকে নাই বল,
হায়রে নারীর প্রেম লোহার শিকল

৬

সখিরে! কেন ফেলি নয়নের জল!
বুঝিলি কি এতক্ষণে,
তারে না করিয়া মনে,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল!
ভাঙ্গিতে সে বেড়ী হায়,
পরাণ ভাঙ্গিয়া যায়,
এত করাঘাত করি ফাটে হৃদিতল!
এ দীর্ঘ নিশ্বাস ভার,
এ বিলাপ হাহাকার,
প্রাণ করে ছট্‌ফট্‌—পাগল পাগল,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল!
সখিরে! বুঝিলি কিনা বল?

সখিরে! বুঝিলি কিনা বল!
প্রেম যার ঘৃণা করি,
ছি ছি ছি! লজ্জায় মরি,
তারে কি বাসিব ভাল, হয়েছি পাগল?

৭

তাহারে করিতে মনে,
ঘৃণা লজ্জা অভিমানে,
নয়ন ঢাকিয়া ফেলি চাপি করতল!
শুনিতে তাহার কথা,
প্রাণে বড় লাগে ব্যথা,
হৃদয় ভরিয়া যেন উঠে হলাহল!
সে যদি থাকিত কাছে,
তবে কিরে প্রাণ বাঁচে,
কবে যে জ্বলিত বুকে চিতার অনল!
সে যে রে এ দেশে নাই,
ভালই হয়েছে তাই,
সে আমার মহাশত্রু মহা অমঙ্গল!
তারে কি বাসিব ভাল, হয়েছি পাগল?

১৭ই বৈশাখ,১২৯৫ সাল,
কলিকাতা।

নারি-হৃদয়।

১

কেমন বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
এখানের শশী রবি, সেখানে মলিন স'বি,
কে জানে কেমন তথা কি জানি কি আর!

সেখানে চলেনা দৃষ্টি, কে জানে কেমন
কে জানে কেমন সেই অদ্ভুত ব্যাপার!
হাত দিয়া কি বুঝিব আলো অন্ধকার?

২

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
উন্নত কি অবনত, গভীর প্রসর কত,
কত বড় কত ক্ষুদ্র কত অনুদার!
কোমল কি নিরমম, সরল পবিত্রতম
এত দিন বুঝি নাই ঢালি অশ্রুধার!
হাত দিয়ে কি বুঝিব স্নেহ দয়া তার!

৩

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
কাছে কি নরক স্বর্গ, ধর্ম্ম অর্থ চতুর্ব্বর্গ,
জানিনা তাহার সেই গূঢ় সমাচার!
নারীর হৃদয় তত্ত্ব, নারীর প্রেমের অর্থ,
কে কবে বুঝেছে, কোথা হেন ভাষ্যকার?
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার?

৪

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
সুধা নাকি হলাহলে, কিসে যে পরাণ জ্বলে,
দিবানিশি করে দেহ দাহ অনিবার,

ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষে, পাগল করিছে কি সে
জলাতঙ্কে করে প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার ?

৫

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
একটু চাপিয়া বুকে, শোণিত উঠিল মুখে,
একটুকু আলিঙ্গনে ভেঙ্গে দিলে হাড় !
কে জানে রাক্ষসি তোর, শুধু ঠোঁটে এত জোর,
চুম্বনে করিলে চূর্ণ পরাণ আমার !
কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?

৬

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
আমার সে আলিঙ্গনে, প্রাণপূর্ণ সে চুম্বনে,
একটু তোমার বুকে দাগ নাই তার !
নারীর এমন হিয়া, কে গড়িল কি যে দিয়া,
কুসুম পাষাণ নহে কি জানি কি আর !
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার ?

৭

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
আজিও তোমার লাগি, সারা নিশি কেঁদে জাগি,
এক দিন না শুকায় আঁখি-নীর-ধার !

তোমার আঁখির ঠারে,　　হায় হায় সরলারে,
নয়ন কলসী গেছে ভাঙ্গিয়া আমার!
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার?

৮

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
কতকাল চক্ষু খেয়ে,　　দেখিলাম চেয়ে চেয়ে,
পাইনি তোমার বুকে প্রবেশের দ্বার!
কতকাল দিনে রে'তে,　　রহিয়াছি কাণ পে'তে
পারিনি প্রাণের কথা কভু শুনিবার!
হাত দিয়া কি বুঝিব হৃদয় তোমার?

৯

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
আসিতে পায়ের ভাঁজে,　　থাকিলেও শত কাযে,
এখন চিন না তার এত হাহাকার!
*　　*　　*　　*　　*
শত জনমেরও যেন দেখা নাই তার!
কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?

১০

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
বিশ্বাসে তোমার কথা,　　নিশ্বাসে নিশ্বাসে ব্যথা,
নড়িতে চড়িতে বুকে বিঁধে শতবার!

বিষাক্ত স্বপন সম, জ্বলন্ত জীবনে মম,
জাগিয়া রয়েছে তব ফুল-উপহার!
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার?

১১

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
বসন্ত গিয়েছে ঘু'চে, শশী গেছে শীতে মু'ছে,
উড়িয়ে গিয়েছে মেঘ কোথা বরষার!
কত ঋতু বার মাসে, এক যায় আর আসে,
রমণী তেমনি লীলা আশা আকাঙ্ক্ষার!
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার?

১২

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
সে দিনের কাঁদা হাসা, "রীপু-করা" ভালবাসা,
সেই দেখা শেষ দেখা—ঘৃণা—তিরস্কার!
আপনার সব দোষ, তবু মান, তবু রোষ,
রমণী এমন করে কাজীর বিচার!
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার?

২রা ফাল্গুন,—১২৯৫ সাল;
জয়দেবপুর—ঢাকা।



চেন কি ?

১

সময়ের শতস্তর রেখেছে ঢাকিয়া,
সে দিনের প্রেমচিহ্ন, হৃদয়ের অবিচ্ছিন্ন
প্রাণের পরশ মণি বজ্রলেপ দিয়া !
তেমন পবিত্র স্থানে, তেমন সরল প্রাণে,
তরল হৃদয়ে দিছে গরল মাখিয়া !
কোন্ প্রাণে নাহি জানি, বদন সরোজ খানি,
রাখিলি প্রেয়সি আজি অর্দ্ধ আবরিয়া ,
এত জানে অবহেলা অবলার হিয়া ?

২

প্রীতিময়ী প্রাণেশ্বরি !
হয়েছি অপরিচিত, চেননা নিশ্চিত,
হয়েছে কতই যেন যুগান্ত অতীত !
চিনিবার চিহ্ন যাহা, এখন আর নাই তাহা,
বিস্মৃতি সলিলে তব প্রাণ প্রক্ষালিত !
অচেনা চাহনি চেয়ে, কেনলো হৃদয় ছেয়ে,
অনন্ত অনল রাশি কর প্রজ্জ্বলিত ?
সরে যাও কাছ থেকে, কায নাই আর দেখে,
ঘোমটার কর মুখ পূর্ণ আবরিত ;
ছুঁয়োনা হৃদয়, প্রাণ হবে জাগরিত !

৩

কি কাজ জাগা'য়ে প্রাণ,
কেন তার মোহ মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে আবার ?
এমন যন্ত্রণা যার মোহেতেই সুখ তার,
না থাকে উদ্বেগ চিন্তা আঁলোক আঁধার !
শুকায় না ক্ষত স্থান, কেবল বাঁচায় প্রাণ,
তেমন ঔষধে আরো যন্ত্রণা অপার !
কেন তার মোহ মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে আবার ?

৪

সরে যাও ;
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আর নাহি প্রয়োজন,
এখনি টানিয়ে নেই ফিরায়ে নয়ন !
দিলে যার নাম নাই. কেন যে দিয়েছি তাই,
ছেড়ে দেও নয়নের নয়ন বন্ধন !
সেই দৃষ্টি প্রেমপূর্ণ, এই দৃষ্টি প্রাণচূর্ণ,
পারি না সহিতে আর এত জ্বালাতন !
যা দিয়েছ সবি নেও, আঁখি পালটিতে দেও,
ছিঁড়ে দিয়ে হৃৎপিণ্ড করি পলায়ন !
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আর নাহি প্রয়োজন !

৫

পারিনা,
এমন উদাস মূর্ত্তি আর নিরখিতে,
এমন উদাস প্রাণ পারিনা রাখিতে !

এমন নিরাশা মাখা, প্রাণের প্রতিমা আঁকা,
পারিনা পারিনা আর পারিনা দেখিতে,
সহেনা সহেনা চক্ষে, এমন অভিন্ন বক্ষে,
নীরব পাষাণ মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিতে !
এ মূর্ত্তি দেখিতে নাই, সরে যাও—চলে যাই,
হৃদয় শোণিত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে !
পারিনা উদাস মূর্ত্তি আর নিরখিতে !

৬

কোন্ প্রাণে,
কোন্ প্রাণে প্রেয়সিরে দেখিব আবার,
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, যে বদন পূর্ণচন্দ্রে,
একত্রে ঢালিত সপ্ত সুধা পারাবার,
সরল শিশুর মত, হাসিত খেলিত কত,
ছুটিয়ে আসিত পুনঃ হৃদয়ে আমার !
সে চঞ্চলা সে চপলা, শরতের চন্দ্রকলা,
গভীর বিষাদময়ী মূরতি তাহার,
কোন্ প্রাণে প্রেয়সিরে দেখিব আবার ?
কথা শুনে যে চিনিত, তাহারি অপরিচিত,
যে প্রণয়, সে প্রণয় জ্বলন্ত অঙ্গার !
পারিনা অচেনা ভাব নিরখিতে তার !

আজিকার এই মূর্ত্তি হেমন্ত সন্ধ্যায়,
নিবিড় বিষাদ মাখা ম্লান কালিমায় !

উড়িছে পশ্চাতে নীল বসন অঞ্চল,
উড়ে যেন পদ্মবনে মধুকর দল!
দক্ষিণ কনুই সন্ধি কটির উপর,
রেখেছে বঙ্কিম করি কম কলেবর!
সে স্বর্ণ মৃণালহস্ত কমকরতল-ন্যস্ত
জিনিয়ে প্রভাত-পদ্ম কপোল সুন্দর!
হেলান মৃণাল শিরে, মলিন নলিনটীরে,
বসা'য়ে রেখেছে কেরে মুখের উপর?
বামকর বাঁকাইয়া, দক্ষিণ বগলে দিয়া,
চাপিয়া রেখেছে বক্ষ স্ফীত মনোহর!
অর্দ্ধোর্দ্ধ বঙ্কিম দৃষ্টি, করিতেছে বিষ বৃষ্টি,
হৃদয়ের গুপ্ত কক্ষে প্রাণের উপর!
কোমল কমল নয়, নহে সরলতাময়,
কঠিন পাষাণ পদ্ম গঠিত মর্ম্মর!
পারিনা দেখিতে আর কাঁপিছে অন্তর!

সেদিনের সেই মূর্ত্তি,
সে প্রতিমা কপাটের অর্দ্ধ অন্তরালে,
শারদ চন্দ্রার্দ্ধ সেই নবঘন জালে!
নব পরিমলময়, কনকের কুবলয়,
আবৃত অর্দ্ধেক সেই শ্যামল শৈবালে!
সে অর্দ্ধ কমল শশী, সেই অর্দ্ধ রূপরাশি,
সে দিন প্রভাতে আর সেই সন্ধ্যাকালে!

দেখিয়াছি যেই চক্ষে, আঁকিয়াছি যেই বক্ষে,
সোণার সরোজ রাণী জীবন মৃণালে !
সে নয়নে সেই প্রাণে, মরদের সেই খানে,
পূজিব পাষাণমূর্ত্তি প্রেমপুষ্প জালে
সেই আমি ? পারিবনা, মরিব অকাে

৯

পারিবনা সে প্রতিমা দিতে বিসর্জ্জন,
প্রেম-বিল্বমূলে মাত্র করিয়ে বোধন !
মিটেনি প্রাণের আশা, মিটেনাই ভালবাসা,
আজিও হয়নি তার পূর্ণ জাগরণ !
আজিও লইয়ে বক্ষে, চাহি যদি চক্ষে চক্ষে,
লাজের আবেশে ঢাকে অমনি নয়ন !
আজিও বিদ্যুৎ বেশে, আপনি ছুটিয়ে এসে,
ধরেনা জড়ায়ে গলা করে না চুম্বন,
লাজের আবেশে মাথা আজিও নয়ন !

১০

সেইদিন,
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাকালে,
সে প্রতিমা স্বর্ণ-শ্যামা সরসীর তীরে,
ভাসিল একটী ছায়া নিরমল নীরে !
হৃদয়ের কক্ষগত, প্রত্যেক বিন্দুতে শত,
ভাসিল ও দেবমূর্ত্তি অনন্ত রুধিরে,

সেই মূৰ্ত্তি সেই হাসি, অঙ্কিত হইল আসি,
অমনি অচলভাবে স্নায়ুকেন্দ্র শিরে!
কেমনে ভুলিব তারে, প্রাণে মাখা একেবারে,
মুছিলে ওঠেনা দাগ দেখ বুক চিরে!
কিসে করি বিসর্জ্জন ও প্রতিমাটীরে?

১১

প্রেয়সিরে দেখিয়াছ,
সামান্য তরুর অঙ্গে লতার বেষ্টন,
হৃদয়ে বিঁধিয়ে করে প্রাণ আলিঙ্গন!
হাড় মাংস কেটে প্রাণে, মরমের মৰ্ম্মস্থানে,
বসিয়ে গিয়েছে সেই প্রতিমা তেমন,
তুলিয়া ফেলিতে তায়, হৃদি উপাড়িয়া যায়,
ধমনী স্নায়ুর ছিঁড়ে অনন্ত বন্ধন!
এমন কিছুই নাই, ধুইতে মরম ঠাঁই,
কি দিয়ে করিব তবে প্রাণ প্রক্ষালন?
পারিব না সে প্রতিমা দিতে বিসর্জ্জন!

১২

যত না গরল আছে শত বিষধরে,
মানব রসনা তাই উদ্গীরণ করে!
লইতে হৃদয়ে তু'লি, ঝাঁপিয়াছি কুতুহলে·
সোণার সরোজ,—সেই বিষের সাগরে!
দেখেছি কমল-নৃত্য, হই নাই ভীত চিত্ত,
মানুষের তীব্রবিষ—কলঙ্কের ডরে!

সে চাহনি সেই হাসি,　　সেই অর্দ্ধ রূপ রাশি,
করিত কুসুম বৃষ্টি প্রাণের উপরে,
সোণার সরোজ সেই বিষের সাগরে !

১৩

এ হৃদয় নিত্য নিত্য,
কমল শশীর সেই প্রেম আলাপনে,
জাগিত নবীন বলে নবীন জীবনে !
ধমনী শৈরিক রন্ধ্রে,　　গরজিয়া মেঘ মন্দ্রে,
ছুটিত শোণিত উষ্ণ তাড়িত ক্ষেপণে !
সেই স্বপ্ন—সে নিদ্রায়,　　সেই প্রেম তপস্যায়,
অনন্ত অচল সেই সমাধি আসনে,
অন্তরে বাহিরে আসি,　　সে প্রতিমা হাসি হাসি,
বর্ষিত অমৃত ধারা কমল নয়নে,
পুণ্যময় সেই দিন—প্রীতির পার্ব্বণে !

১৪

পুণ্যময় সেই দিন,
যদিও কালের স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া ;
আবদ্ধ শোণিত স্রোত,　　হৃদয়ের কক্ষগত,
ধমনী শিরায় চলে ঘুরিয়া ফিরিয়া !
সে প্রবাহে সে শোণিতে,　　হৃৎ-কক্ষ ধমনীতে,
দেখ সেই পুণ্যদিন দেখ নিরখিয়া,
সোণার সরোজরাণী,　　লুপ্ত অর্দ্ধ দেহখানি,
কপাটের অন্তরালে আছে দাঁড়াইয়া !

কি জানি হাসিতে দেয় পরাণে মাখিয়া !
কি দেয় মাখিয়া প্রাণে, শুধু মাত্র প্রাণ জানে,
নয়ন বিস্মিত হয় তন্ময় দেখিয়া !
হৃদয় শোণিত স্রোতে দেখ নিরখিয়া !

১৫

যদিও, নিরখিয়া আজি এই—
অনন্ত উদাস মূর্ত্তি বিষাদ মণ্ডিত,
আপনি হইতে চায় নেত্র নিমীলিত,
যদিও রে প্রাণেশ্বরি, রসনা দংশন করি,
'চেনকি' বলিতে চিত্ত হতেছে কুণ্ঠিত,
তবুও ত প্রাণ ফাটি, বাহিরায় সে কথাটী,
বিদ্যুত আঘাতে বক্ষ করি বিদারিত!
কি জানি আগ্নেয় মন্ত্রে, সমস্ত শোণিত যন্ত্রে,
প্রলয়ের মহাবহ্নি করে প্রধূমিত,
নিরখি উদাস মূর্ত্তি বিষাদ মণ্ডিত !

১৬

পারিব না ও প্রতিমা দূরে সরাইয়া,
নিতে এ পাষাণ মূর্ত্তি হৃদয়ে টানিয়া !
সরে যাও কাছে থেকে, কায নাই আর দেখে,
সবিষ নয়নে তব নয়ন রাখিয়া !
যা দেখেছি ভাল তাই, আর না দেখিতে চাই,
ঘোমটায় রাখ মুখ পূর্ণ আবরিয়া !
লিখেছি যে প্রাণ খুলি, প্রণয়ের পত্রগুলি,
কর তাহা ছিন্ন ভিন্ন চরণে দলিয়া !

ভুলিবে প্রেয়সি তবে, আর নাহি মনে হবে,
পুরানো প্রেমের কথা কে দিবে বলিয়া ?
ফেল অই স্মৃতি-চিহ্ন চরণে দলিয়া !

১৭

ভুলিবে যে দিন, প্রিয়ে ভুলিবে যে দিন,
পাষাণ হইতে তব হৃদয় কঠিন,
সে দিন কালের বশে হ'লে দেখাদেখি,
জিজ্ঞাসিব দুইজনে "চেন কি ? চেন কি ?"
ক্ষুদ্রতম সে কুটীরে, সেই সরসীর তীরে,
হইয়ে কৌতুকী,
জিজ্ঞাসিবে প্রতিধ্বনি "চেন কি ? চেন কি ?"

১২৮৬ সাল ;
জয়দেবপুর, ঢাকা।

সোণার মেয়ে।

১

কেরে পাগলিনী মেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে,
এমন পাগল করে পরাণ আমার !
আবেশে অবশ হই, কেন তুলে কোলে লই,
কি জানি কি মনে পড়ে শশিমুখ কার !

২

কি জানি কি মনে পড়ে, পরাণ পাগল করে,
তোরি নয়নের মত নয়ন তাহার !
সেই আঁধারের আগে, উষার আলোক জাগে,
সুন্দর সীমন্তে শোভে কাল কেশ ভার !

৩

এলোমেলো চুল সেই, দু'হাতে সরা'য়ে দেই
তেমনি যতনে মনে লয় কতবার,
আরো যে কি মনে পড়ে, পরাণ কেমন করে,
তোরি কপোলের মত কপোল তাহার !

৪

তারি মত ঠোঁট যোড়া, সোণার তবক মোড়া,
অমল অধর তার সুধার আধার !
তারি মত তোর কথা, গলিয়ে পড়ে মমতা,
এত মধু পবিত্রতা প্রিয় সরলার !

৫

হাসিতে মাণিক পড়ে, কাঁদিতে মুকুতা ঝরে,
তোরি মত মানময়ী মূরতি তাহার !
তুই সে চাঁদের আলো, প্রাণে তাই লাগে ভালো,
পবিত্রতা পরিপূর্ণ প্রেম পূর্ণিমার !

৬

শৈশব সঙ্গীতে তোর, কি এক নেশার ঘোর,
কি এক অনৃত ঢালে হৃদয়ে আমার !
তুই সে "সোণার পাখী," আয় তোরে বুকে রাখি,
তুই সে সোণার মেয়ে প্রিয় সরলার !

৭

দয়া মায়া স্নেহ যত, সকলি তাহার মত,
শৈশবের শান্তিময়ী ছায়া তুই তার,
আসিস্ জ্বলন্ত চিতে, স্বর্গীয় সান্ত্বনা দিতে,
দ্বিতীয় প্রতিমা খানি প্রিয় সরলার !

৮

আয় তোরে রেখে বুকে, চুমা খাই চাঁদ মুখে,
দর্পণে উঠান তুই ছায়া খানি তার!
তোর অই রাঙ্গা ঠোঁটে, তারি মত মধু ওঠে,
আয়রে সোণার মেয়ে প্রিয় সরলার!

২৫শে ভাদ্র—১২৯৩ সাল;
জয়দেবপুর—ঢাকা।

শরতের মা।

১

কই মা শরৎ! কোলে আয় মা আমার,
আয় দুখিনীর ধন, শত দুঃখ নিবারণ,
জ্বলিয়া পুড়িয়া প্রাণ হতেছে অঙ্গার!
আয় কোলে একটুক, জুড়া মা মায়ের বুক,
দেখি তোর চন্দ্র মুখ সুধার আধার!
তুই বিনে কেহ নাই, এ সংসার ভস্ম ছাই,
ধূ ধূ করে মরুভূমি সম্মুখে আমার!
তুইরে শরত-ইন্দু, শত অমৃতের সিন্ধু,
প্রাণময়ী প্রিয় কন্যা পতি দেবতার!
কই মা শরৎ! কোলে আয় মা আমার!

২

কই মা আমার! কোলে আয় মা শরৎ!
ধরাতে বিধবা আমি, ত্রিদিবে অমর স্বামী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ছুঁয়ে তুই দীপ্ত ছায়াপথ!

ভগ্ন আশা কণা গুলি, একত্রে রেখেছি তুলি,
জীবনের জ্যোতির্ম্ময় তোরে ভবিষ্যৎ!
আয় মা মায়ের বুকে, সুধাভরা হাসি মুখে
আয় বিধবার মেয়ে—মণি মরকত!
কই মা আমার? কোলে আয় মা শরৎ!

৩

তুই কে আসিলি কাছে, তুই মেয়ে কার?
কইরে সে প্রাণময়ী শরৎ আমার?
মুখে মাথা এলো চুল, নব শিশু মেঘ কুল,
ঢাকিয়া রয়েছে দিনে শশী দ্বিতীয়ার!
ভূষণ বিহীন গায়, ধবল বসন হায়,
কমল নয়ন বহি পড়িছে নীহার!
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভরে, বুক যেন ভেঙ্গে পড়ে,
আকুল ব্যাকুল প্রাণ, মুখে হাহাকার,
তুই কে আসিলি কাছে? তুই মেয়ে কার?

৪

তুই মেয়ে অমঙ্গল,—দূর—দূর—দূর!
শরৎ মঙ্গলময়ী মূরতি মধুর!
তুই কি শরৎ সেই, তোর কিরে বেশ এই,
কোথা তোর শাঁখা শাড়ী সুন্দর সিন্দূর?
কোথা তোর বাজু বালা, গলায় সোণার মালা,
কে নিল খুলিয়া আহা কে হেন নিষ্ঠুর?
কে দিল খুলিয়া বেণী, অজগর শিশু শ্রেণী,
দংশিতে মায়ের প্রাণে, কে এমন ক্রুর?

উপবাসে শীর্ণ কায়, শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায়,
বধিছে বালিকা মেয়ে, কে হেন অসুর ?
কে দানব—কে ডাকাতে, নিদারুণ পদাঘাতে,
করিল মঙ্গল ঘট ভেঙ্গে চুর চুর !
কোথা তোর শাঁখা শাড়ী, সুন্দর সিন্দুর ?

৫

কে দিল যোগিনী বেশ পরাইয়া হায়,
কনকের কচি মেয়ে শরতের গায় !
কে দিল পাষাণ মনে, সুন্দর সরোজ বনে,
শীতের শিশির মেখে সোণালী উষায় ?
সৌন্দর্য্য করিয়া কালী, কে দিলরে ধোঁয়া ঢালি,
রমণীয় মণিময় প্রদীপ শিখায় ?
সেও কি মানুষ কেহ, তারো কি এমনি দেহ,
এই রক্ত এই মাংস আছে কলিজায় ?
মানুষের রীতি নীতি, আছে কি মমতা প্রীতি,
সরলা বালিকা পেলে নাহি গিলে খায় ?
তারো কিরে আছে মেয়ে, সে কি তার মাথা খেয়ে,
দিয়েছে বিধবা বেশ পরাইয়া তায়,
পোড়েনি একটু প্রাণ স্নেহ মমতায় ?

৬

দুখিনীর একমাত্র জীবন সম্বল,
কে দিল তাহারে আজ মেখে হলাহল ?
নব দুর্গা রূপ খানি, সোণার শরৎ রাণী,
একটু চাহিতে প্রাণ হইত শীতল !

শোক তাপ জ্বালা যত, দুঃখ কষ্ট শত শত,
জুড়াইত শান্তিময়ী নব গঙ্গা জল!
আজিরে দেখিতে তায়, সে আনন্দ কোথা হায়,
অসহ্য সেরূপ চক্ষে,—চাপি করতল,
কিছুতে নাহিক পারি, নিবারিতে অশ্রুবারি,
অজানা কেমনে জানি ঝরে আঁখি জল!
কি জানি কি শেল, বাণ, ছেঁচে, কুটে, ছিঁড়ে প্রাণ,
মরমে মরমে জ্বলে কিযে দাবানল!
বালিকা বিধবা মেয়ে মাখা হলাহল!

৭

বালিকা বিধবা মেয়ে কত অমঙ্গল,
কত যে আশঙ্কা ত্রাস, কত যেন সর্ব্বনাশ,
কত জনমের যেন কত পাপফল!
কত যে সংকোচ ভয়, কত লজ্জা ঘৃণাময়,
কত যেন অধঃপাত কত রসাতল!
কত কলঙ্কের কালী, কত "ছি ছি" কত গালি,
ভবিষ্যত ভরা যেন লাঞ্ছনা কেবল!
ছাই ফেলা ভাঙ্গা কুলা, ছিটালে পাতিল—ঠোলা,
অনুতাপ অভিশাপ ভরা অশ্রুজল!
প্রাণের শরৎ আজ এত অমঙ্গল!

৮

বোঝেনা অবোধ মেয়ে বালিকা অজ্ঞান,
রাঁধে বাড়ে ধুলা দিয়ে, পুতুলের দেয় বিয়ে,
দেবকণ্ঠে করে সেই বিবাহের গান!

মিলে কত মেয়েছেলে, "চাপিলা চুপিলা" খেলে,
আজো খেলে "গঙ্গি-গঙ্গি"—হেসে আটখান!
কত বলে উপকথা, কি বিশ্বাস, সরলতা!—
রাজারাণীদের টুনি কাটে নাক কাণ!
প্রাণের শরত আজো বালিকা অজ্ঞান!

৯

বোঝেনা অবোধ মেয়ে শরৎ আমার,
কি বিষম সর্ব্বনাশ হইয়াছে তার!
পৃথিবী হয়েছে ছাই, তার তরে কিছু নাই,
হইয়াছে সুখশান্তি পুড়ে ছারখার!
বিলুপ্ত সিন্দুর বিন্দু, হয়েছে গরল সিন্ধু,
শত বজ্রে ভবিষ্যৎ শতধা বিদার!
বোঝে না কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তার!

১০

অবোধ বালিকা মেয়ে শরৎ আমার,
মুটি মুটি দু'টী দু'টী খায় কতবার!
নাহি বোঝে কিবা ধর্ম্ম, নাহি বোঝে কিবা কর্ম্ম,
কেবল সরল সত্য প্রাণে আপনার!
হায় রে তাহারি জন্য, একাহার হবিষ্যান্ন,
একাদশী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বিধাতার!
যোগিনী তাপসী বেশ, কর্কশ চাচর কেশ,
হায় কি ধর্ম্মের শেষ এই অবলার?
ধিক্, ধিক্, নাহি লাজ, হা ভারত! হা সমাজ!
কি পাপে এ অধঃপাত হয়েছে তোমার?

১১

কোথা প্রভু! কোথা স্বামি! দেবতা আমার!
দেখ নাথ দেখ চেয়ে, তব আদরের মেয়ে,
কি দশা হয়েছে আজ দেখ একবার!
শরৎ জীবন্ত চিতা, হইয়াছে প্রজ্জ্বলিতা,
এ জনমে এ জীবনে নিবিবে না আর।
এই চিতা ল'য়ে বুকে, জ্বলিব পুড়িব দুখে,
এরি লাগি রেখে গে'ছ অভাগী তোমার?

২রা মাঘ, ১২৯৬ সাল;
জয়দেবপুর—ঢাকা।

বিবাহোপহার।

১

যে পবিত্র প্রেমপুষ্প পরিণয় হার,
আজি পরিয়াছ গলে, দুইজনে কুতুহলে,
মানব জন্মের ইহা পুণ্য-পুরস্কার!
জগতে ইহার কাছে, আর কি অমৃত আছে,
এ সুধা পায়নি দেব মথি পারাবার!
ওঠেনি সাগর জলে, এ কৌস্তভ কোন কালে,
হেন পরিমলময় পারিজাত হার,
পরিলে 'অমর' আজি যে মণি-মন্দার!

২

অমৃত ঔষধ হেন জীবনের আর,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, নাহি কিছু কোন স্থানে,
বিশল্য করণী হেন জ্বালা যন্ত্রণার!

রোগ শোক দুঃখ ভরা, এত যে বিষাক্ত ধরা,
ইহার(ই) পরশে বাঁচে সৃষ্টি বিধাতার!
যে প্রাণে এ পুণ্যস্রোত, হয় নাই প্রবাহিত,
পবিত্র করেনি প্রাণ প্রণয়ে যাহার,
সে ত সাহারার মত, হা হা করে অবিরত,
এ জীবনে সে পিপাসা নহে পূরিবার,
ঢাল যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য পরাণে তাহার!

৩

সে জীবন শূন্যময়, শূন্য সে হৃদয়,
উদ্যম উৎসাহ হীন, আশাশূন্য চিরদিন,
অন্তরে অনল জ্বলে সকল সময়!
তার নয়নের কাছে, সংসার পুড়িয়া আছে,
ছাই হ'য়ে ভস্ম হ'য়ে গেছে সমুদয়!
সে জানেনা সুখ শান্তি, সে বোঝে সকলি ভ্রান্তি,
সে জানেনা দয়া মায়া স্নেহ কারে কয়!
জগতের নারীনর, সে ভাবে সকলি পর,
তাহারো কেহই নয়, সেও কারো নয়!
সে যেন আকাশ ছাড়া, জ্বলন্ত একটী তারা,
পরের অশুভ করে, নিজে ভস্ম হয়!

৪

অপ্রেম এমনি সখা মহা অকল্যাণ,
প্রেম মঙ্গলের মূল, উন্নতি উত্থান!
প্রেম করে পরিপূর্ণ অপূর্ণ জীবন,

জগতের নরনারী, যমুনা জাহ্নবী বারি,
মিলাইয়া করে এক মহা প্রস্রবণ!
উদ্যম উৎসাহ আশা, দয়া মায়া ভালবাসা,
বহে শতমুখে গঙ্গা সাগরে যেমন!
হাসে তার তীরদেশে, সংসার সুন্দর বেশে,
বিনোদ বসন্তে যথা বন উপবন!

৫

প্রেম নহে ভোগবাঞ্ছা, বাসনা বিলাস,
প্রেমের প্রতিমা নারী, শত স্বর্গ পায় তারি,
পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্ম সদা করে বাস!
সংসার করিয়া শূন্য, তারি কাছে সত পুণ্য,
প্রীতির পবিত্র তীর্থ পাপ করে নাশ!
কোমল পবিত্র দৃষ্টি, প্রাণে করে সুধাবৃষ্টি,
জাগায় হৃদয়ে সত্য আশা অভিলাষ,
প্রেম নহে ভোগ-বাঞ্ছা বাসনা বিলাস!

৬

ধর্ম্মের সহায় নারী তপস্যার প্রাণ,
সিদ্ধির সাধনা নারী, যাগ যজ্ঞ সব তারি,
তাহার সাহায্য বিনা মিলেনা নির্ব্বাণ!
হইয়ে সংসার ত্যাগী, তাই সে সতীর লাগি,—
তাই সে নারীর প্রেমে উন্মাদ ঈশান!
ধর্ম্মের সহায় নারী তপস্যার প্রাণ!

৭

জননী ভগিনী, নারী, নারী সমুদয়,
বিপদে বন্ধুর মত, উপদেশ দেয় কত,

শীতল ছায়াটী যেন বুক ঢেকে রয়!
যেন সে পরের তরে, জন্মিয়াছে এ সংসারে,
আপনার প্রাণ তার আপনার নয়!
জননী ভগিনী নারী নারী সমুদয়!

৮

আজ সে মহিমাময়ী রমণীর সনে,
মিলিত হইলে সখা, পবিত্র বন্ধনে!
শিখিও তাহার রীতি, সেই প্রেম সেই প্রীতি,
সেই দৃঢ় ধর্ম্মভাব শিখিও জীবনে!
শিখিও সে সরলতা, শ্রদ্ধা ভক্তি পবিত্রতা,
শিখিও সে স্নেহ দয়া দীন হীন জনে!
শিখিও শিবের মত, পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত,
পবিত্র সতীর সেই পূত আচরণে!
এমন রমণী ল'য়ে, ভোগ অভিলাষী হ'য়ে,
ভুলনা পরম ধর্ম্ম সদা রেখ মনে।
ভুলনা ভুলনা দোহে, সংসারের মায়া মোহে,
থাকে যেন স্থির মন বিভুর চরণে,
রাখিবে মঙ্গলময় সুখে দুই জনে!

১৭ই ফাল্গুন—১২৯৪ সাল;
কলিকাতা!

পাপ পুণ্য।

১

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
বুঝা'য়ে দিবে কি কেহ, ঘুচাইবে এ সন্দেহ,
শুনিবে কি দয়া ক'রে কথা দুই চারি?
আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?

২

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
পাপী ব'লে পায় ঠেলে, ঘৃণায় দিওনা ফেলে,
সত্যই এ প্রাণ ভরা সংশয় আমারি!
আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?

৩

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
কি চেতন কিবা জড়, এই বিশ্ব চরাচর,
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ অংশ সকলি তাহারি!
আমি কেন ভিন্নভাব বুঝিতে না পারি?

৪

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
যদি কিছু থাকে আর, অবশ্য থাকিবে তার
দ্বিতীয় সৃজন কর্ত্তা, কেন মনে লয়?
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়!

৫

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা—তিন, সৃজন পালন লীন,
বর্ত্তমান অনাগত অতীত সময়!
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়!

৬

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
কারণে থাকে সে শু'য়ে, কার্য্যে জাগরণ থু'য়ে,
জমাট শক্তির বিশ্ব মহা পরিচয়!
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়!

৭

ইচ্ছায় গড়িল বিশ্ব নিজে ইচ্ছাময়,
অন্য উপাদান তার, আগে ত ছিল না আর,
কাযেই অখিল বিশ্ব সেও ইচ্ছাময়!
যাহাতে রচিত বিশ্ব সে কি বিশ্ব নয়?

৮

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
তার কাযে কেন তবে, অমঙ্গল নাহি কবে,
অনন্ত মঙ্গল তার অপাপ প্রলয়!
পিপীলিকা বধে মম কেন পাপ হয়?

৯

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
সে করিলে আমি করি, সেই করে হাতে ধরি,

তাহার আমার কাযে ভেদ কিসে হয়?
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১০

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
আমার তৃপ্তিতে তবে, সে কি তৃপ্ত নাহি হবে?
পূরিলে আমার ইচ্ছা তারি পূর্ণ হয়,
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১১

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
কারে তবে বল ধর্ম্ম, কারে বল পাপ কর্ম্ম,
অধর্ম্ম জগতে সে কি অশ্ব-ডিম্ব নয়?
সে করিলে আমি করি—কিসে পাপ হয়?

১২

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
কিসে বা উন্নত হই, কিসে অবনত রই,
যা হই তা হই যদি তারে ছাড়া নয়!
আত্মার উন্নতি তবে লোকে কারে কয়?

১৩

অনন্ত উন্নতি তবে লোকে কারে কয়?
তাহারে করিয়ে তুচ্ছ, আছে নাকি আরো উচ্চ,
বুঝিনা কেমন কথা প্রহেলিকাময়!
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১৪

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
নাহি থাকে পুণ্য পাপ, নাহি থাকে পরিতাপ,
তবে ও নরক স্বর্গ মিছে কেন কয় ?
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় !

১৫

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
আত্মায় আত্মায় তবে, পূর্ণ আত্মীয়তা সবে,
কিসে থাকে পুত্র কন্যা ভেদ সমুদয়,
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় !

১৬

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
না থাকে আপন পর, শত্রু মিত্র পরস্পর,
যদি এ প্রেমের রাজ্য অনাদি অব্যয় !
কেন কাঁদি তার শোকে, যে গিয়াছে পরলোকে,
সে কি গো আমার তরে পথ চেয়ে রয় ?
অন্যে কি সেখানে যেয়ে, তেমন থাকে না চেয়ে,
আত্মায় আত্মায় ত গো কেহ পর নয় !
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় !

১৭

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
তবে কেন তার তরে, নিশি দিশি আঁখি ঝরে,
উদাসী বিদেশী বেশে সদা ফিরি হায়,
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায় !

১৮

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
বুক ভেঙ্গে নিরবধি, হাজার ডাকিলে যদি,
সে পাষাণী একটুকু ফিরে নাহি চায়!
একটু শোনেনা কথা, নিদারুণ নির্দ্দয়তা!—
জনমের মত যদি একেবারে যায়!
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়!

১৯

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
অনন্ত কালের স্রোতে, চলে অনন্তের পথে,
অনন্ত আত্মীয় মিলে সে যেখানে যায়!
চির আত্মীয়তা যদি আত্মায় আত্মায়!

২০

আমি কেন কাঁদি তবে তাহার আশায়?
এ জগতে তার মত, কেহ কি মিলেনা তত,
একজন গেলে নাকি পৃথিবী ফুরায়?
সায়াহ্নে শ্মশান ভূমে, দেখিয়াছি যে 'কুসুমে',
ফুলবনে পরী যেন খেলিয়া বেড়ায়!
কি যেন সে আসে নিতে, কি যেন সে হাসে দিতে,
কি যে রীতি নিতি নিতি ফিরে ফিরে যায়!
তরল নয়নে তার, সেধে যায় শত বার,
পার্ব্বতী পর্ব্বতে যেন প্রীতির পূজায়!
সে তপস্যা সে সাধনা, ঠে'লে ফেলে কয় জনা?
যোগেন্দ্র ভাঙ্গিয়া যোগ আঁখি মে'লে চায়!

ভোলে পুরাতন স্মৃতি, বিধির নিয়তি-নীতি,—
এ কি পুণ্য—একি পাপ, কহনা আমায় ?

২১

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায় !
সহস্র শোকাশ্রু জলে, তৃণটুকু নাহি টলে,
এমনি নিয়ম যদি নিখিল ধরায় !
কেহ না কাহারে খোজে, সবাই আপনা বোঝে,
সৃষ্টির নিগূঢ় অর্থ এই যদি হায়,
তবে ও শ্মশানে এসে, সন্ধ্যার কিরণে ভেসে,
যে নব লাবণ্য জ্যোতি জমিয়া দাঁড়ায়,
লাজুক নয়নে তার, নিমন্ত্রণ শতবার,
অজানা হৃদয় যদি হাত পে'তে চায়,
একি পুণ্য—একি পাপ, কহ না আমায় ?

১লা শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল ;
জয়দেবপুর—ঢাকা !

কুসুম।

১

নয়নে নয়নে,
সেই যে করেছি খেলা, বসন্তে বিকাল বেলা,
দেবপুরবাসী এক বালিকার সনে !
চিলাইর শ্যামতটে, সেই যে মন্দিরে—মঠে,
মনোহর শ্মশানের শ্যাম তপোবনে,
সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে !

২

সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে,
কলসী লইয়া কাঁকে, আসে আর চেয়ে থাকে,
হাসে আর চলে যায় দুই তিন জনে!
এক পা—দুই পা, আর পা চলে না,
বকুলের ফুলে লাগে উছট চরণে!
সে পথ দীঘল কত, যোজন যোজন শত,
অবিরত বেড়ে যায় তাহার গমনে!
আর যত বালিকারা, বকুল বিঁধেনা তারা,
সবারি ফুরায় পথ যায় যত জনে!
সকলেরি আখি আগে, তাহারি পশ্চাদ্ ভাগে,
চলে যেতে সন্ধ্যা চাহে ফিরে পিছ পানে!
সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে!

৩

সেই যে করেছি খেলা নয়নে নয়নে
দেবপুরবাসী এক বালিকার সনে!
মৃদুল মলয় বায়, অঞ্চল উড়িয়া যায়,
উলটি পালটি যেন চাঁপা ফুল বনে!
খুলিয়া গিয়াছে খোপা, অপরাজিতার থোপা,
মদন বিধুরে দেয় অঞ্জলি বদনে!
সংকোচে লজ্জায় হায়, ঠেকেছে বিষম দায়,
বেহায়া বেল্লিক সেই বাতাসের সনে!
কোকিল বকুল শাখে, সেও যেন তারে ডাকে,
আপদ লেগেছে যত পিছনে পিছনে!

এ বিষম গণ্ডগোলে, কার নাহি পথ ভোলে ?
থমকি দাঁড়ায় বালা চমকি চরণে,
বসন্তে বিকাল বেলা বকুলের বনে !

৪

সকলে কলসী ভরি আনিয়াছে জল,
সে নিছে কলসী ভরি, প্রাণ হরি মন হরি,
হেসে মরি কেঁদে মরি হইয়ে পাগল !
ফিরিয়ে চলেছে ঘরে, আধা পথে গিয়ে পরে,
হাসিয়া উঠেছে সব বালিকার দল !
দেখিয়া কলসী খালি, কেহ দেয় করতালি,
কেহ বলে "ও কুসুমি ! কোথা তোর জল,
বোঝেনি সে বালিকারা, আমি যে আপনা-হারা,
কুসুমেরি জলে মোর আঁখি ছল ছল !
তারা পড়ে হেসে গ'লে, এ উহাঁর গায় ঢ'লে,
কেহ বলে "মাকে বলি বাড়ী চল চল !"
'কুসু' ত ঠেকেছে দায়, তা কি আর যাওয়া যায় ?
পিছনেও আছে সেই পথে ফুলদল !
উভয় সংকট মাঝে, কি শোভা সংকোচে লাজে,
কমলে শেহালা মাখা আননে আঁচল !
সেই যে করিছি খেলা আখিভরাজল !

৫

আননে আঁচল 'কুসু' মহা ভাবনায় !
অৰ্দ্ধেক কপোল রাগে, পশ্চিমের অৰ্দ্ধভাগে,
লেগেছে গোলাপী আভা আকাশের গায় !

বালিকারা আশে পাশে, তেমনি আনন্দে হাসে,
ঢেউয়াইয়া তপোবন সোণালী সন্ধ্যায়!
তারি যেন লেগে ছিটা, তারা জ্বলে মিঠা মিঠা,
পূরবের অর্দ্ধাকাশে অর্দ্ধ-নীলিমায়!
মন্দিরে আরতি করে, দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীদী ডাকে "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়!"
বুলবুল ভাবে মনে, বুড়ী বুঝি এ জনমে,
কথনো বকুল ফুল বিঁধে নাই পায়!
বুড়ী যে হয়েছে বুড়ী, কাছাকাছি তিন কুড়ি,
তবুও দাদার হাওয়া লাগে নাই গায়!
শ্যামা ভাবে ঘরে গিয়া, এ শূন্য কলসী নিয়া,
কি করিয়া কি বলিবে শুধাইলে মায়?
দীদী ডাকে "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়!"

৬

প্রসন্ন বসন্ত সন্ধ্যা প্রসন্ন গগন,
জয় জয় দেবপুরে পুণ্য তপোবন!
প্রসন্ন—প্রসন্নতম, সুপ্রসন্ন ভাগ্য মম,
ততোধিক সুপ্রসন্ন কুসুমের মন!
স্নেহে মাখা—লাজে ঢাকা, প্রাণে রাখা—দূরে থাকা,
আপনারে ঢেলে দেওয়া দয়ার্দ্র নয়ন,
আবার তুলিয়া বালা, শত জন্ম করি আলা,
সরাইয়া হৃদয়ের ভস্ম আচ্ছাদন,
চাহিলা মধুরে হাসি, প্রথম সুধাংশু রাশি,
সীমা শূন্য নীলসিন্ধু করিয়া চুম্বন!

সে ভুলিল আমি ছাড়া, তারে ছাড়া আমি হারা,
কি যেন আবেশময় বিবশ স্বপন,
নয়নে নয়নে সেই আত্ম-সমর্পণ!

৭

জ্বলিছে অমৃত দীপ চন্দ্র তারকায়,
নীল চন্দ্রাতপ তলে গগনের গায়!
কোকিলা দিতেছে হুলু, 'চিলাইর' কুলু কুলু,
ললিত পঞ্চমে গায় শ্যামা পাপিয়ায়!
সে পবিত্র মহোৎসবে, জগতবাসীরে সবে,
আতর গোলাপ বায়ু আপনি বিলায়!
কামিনী চামেলী বেলী, এয়ো তারা সবে মেলি,
মন্দিরে মঙ্গল শংখ বাজে উভরায়,
প্রেমের দেবতা হর, মহাদেব মহেশ্বর,
বিশ্বরূপে বিরাজিত প্রেমের সভায়!
জানিনা বুঝিনা ঠিক, কি আনন্দে দশদিক্,
জগৎ ভাসিয়া গেল প্রেমের সুধায়!
হায় সে মাহেন্দ্র ক্ষণ, এজীবনে অতুলন,
সে অমৃতযোগ দৈবযোগে পাওয়া যায়!
নয়নে নয়ন নিয়া, দু'জনে করিনু বিয়া,
সেই সন্ধ্যাকালে সেই কদম্ব তলায়,
দীদী ঢাকে "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়!"

৮

সেই—
কুসুমের বনে পাওয়া কুসুম আমার,
শত জনমের যেন কত পুরস্কার!

কেরে তারে কেড়ে নিয়া, কারে দিল পরাইয়া,
সেকি গো রাক্ষস এত দয়া নাই তার?
প্রেমের নন্দনবন, ভাঙ্গিয়া চূরিয়া মন,
শ্মশান করিয়া দিল শ্মশান আবার!
কার পাকা ধানে মই, কবে আমি দিছি কই?
আমি ত আগুন বুকে দেই নাই কার!
তবে জোরে বলে ছিঁড়ে, সে পুণ্য কুসুমটীরে,
লুঠে নিয়া দিল কারে পাপী দুরাচার?
আমি ত আগুন বুকে দেই নাই তার!

৯

হায় হায় একি স্বপ্ন—একি জাগরণ?
আমার কুসুম হার, সে নাকি হইল কার,
কল্পনা করিতে যেন পুড়ে যায় মন!
একি লজ্জা একি লাজ, আমারি কুসুম আজ,
সে নাকি হইল কার কণ্ঠের ভূষণ!
ভাবিতে পারিনা আর, অসহ্য যন্ত্রণা তার,
হিংসায় জ্বলিয়া যায় ভূতলে গগন!
দংশে যেন বিষধরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
কি যেন গরল প্রাণে করে উদ্গীরণ!
অসাধ্য সে ঘৃণা লজ্জা ক্রোধ নিবারণ!

১০

ভুলিবে বালিকা সেই ভুলিবে কুসুম,
ভুলিবে সে ছেলেখেলা, বসন্তে বিকাল বেলা,
দু'দিনে হইবে তার স্মৃতি সমভূম!

অনা'সে ভুলিবে সেই, নারীর স্বভাব এই,
অবলার আঁখিভরা বারমেসে ঘুম!
আরে যে দেখেছি নারী, সব আমি চিনি তারি,
রমণীর যত কিছু দিন চারি ধূম্!
ভুলিবে বালিকা সেই ভুলিবে কুসুম!

১১

বালিকা কুসুম বটে ভুলিবে সকল,
শত জাগরণ দিয়া, আমারি জ্বলিবে হিয়া,
বিঁধিয়া রহিবে বুকে পথে ফুলদল!
স্বপনে শুনিব খালি, বালিকার করতালি,
চমকি দেখিব সেই আননে আঁচল!
সে রক্ত কপোলছবি, অর্দ্ধ অস্তগত রবি,
হৃদয়ে ঢালিবে সদা রাঙা হলাহল!
জ্বলিবে জীবন ব্যাপি শ্মশান কেবল!

১২

ছাড়িয়া সুরভি ফুল বায়ু যদি যায়,
যদিও বিরহী বেশে, কেঁদে ফিরে দেশে দেশে,
আতর অমৃত গন্ধ তবু থাকে গায়!
তেমনি তাহারে ত্যজি, যদিও এসেছি আজি,
তবু সে অমর জ্যোতি উছলে হিয়ায়!
দেখি সে কামিনী গাছে, তারি হাসি ফুটে আছে,
চাঁদের জ্যোছনা মাখা ঝরে মলয়ায়!
দেখি সেই দেবপুরে, দাঁড়াইয়া দূরে দূরে,
নয়নে নয়নে 'কুসু' আজো চুমো খায়!

মৃদুল মলয়ানিলে, আলিঙ্গন ঢেলে দিলে,
কাঁকাল ভাঙ্গিয়া পড়ে কদম্ব তলায়!
নাতিনীর পথে ফের, কেমনে পাইবে টের?
বুড়ী ত বোঝেনা ছুঁড়ী সে'ধে চুরি যায়!
দীদী ডাকে "ও কুসুম, বাড়ী আয় আয়!"

২০শে ফাল্গুন—১২৯৭ সাল;
শেরপুর—ময়মনসিংহ!

ভুল হয়েছিল

১

ভুল হয়েছিল একি ফুল পানে চেয়ে,
দেবপুরে শ্মশানের তপোবনে যেয়ে!
সরসীর শ্যামকূলে, দাঁড়া'য়ে বকুল মূলে
মালা গাঁথে ও পাড়ার রাঙ্গা রাঙ্গা মেয়ে!
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে!

২

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
বসন্তে বিকাল বেলা তপোবনে যেয়ে!
কোকিলের কুহু রবে, হাসিয়া ভেঙ্গায় সবে
কিবা সে বদন ভঙ্গি—গান গেয়ে গেয়ে!
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে!

৩

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
শ্মশানের তপোবনে বেড়াইতে যেয়ে!
আমারে দেখিয়া লাজে, পলাইল বন মাঝে,
ফুলের ঢেউয়ের মত সবে ধেয়ে ধেয়ে!
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে!

৪

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে!
পূবপাড়া সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে!
মায়ে ঝিয়ে এক কাঠে, দাঁড়া'য়ে পুকুর ঘাটে,
মায়ের আঁচল টানে চাঁদপানা মেয়ে!
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে!

৫

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
পূবপাড়া সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে!
'রাণী' ডাকে মেও মেও, আরো দেও, আরো দেও,
আদরে বিড়াল ছানা চুমো খেয়ে খেয়ে!
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে!

৬

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
বসন্তে বিকাল বেলা পূবপাড়া যেয়ে,
গলাগলি দুই বোনে, কেহ যেন নাহি শোনে,
জিব কাটে আধা কথা কয়ে লাজ পেয়ে!
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে!

৭

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে !
পূবপাড়া সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে !
কাণে করঞ্জার ফুল, গালভরা এলো চুল,
মেঘ উড়ে শরতের চাঁদ মুখ ছেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে !

৮

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
শরতের সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে যেয়ে !
কার নাম শুনিয়া সে, কিল ওছাইয়া হাসে
দাঁতে কেটে লাল ঠোঁট—পাণ খেয়ে খেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে !

৯

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
শরতের সন্ধ্যাকালে পূবপাড়া যেয়ে !
তারা ওঠে, চাঁদ ওঠে, ঝিঙ্গা ফুল চালে ফোটে,
সুধা ঝরে শুধু তার চাঁদ মুখ বেয়ে !
ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে !

১০

ভুল হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে,
সন্ধ্যাকালে পূবপাড়া বেড়াইতে যেয়ে !

দেখিয়ে পলায় ঘরে, দেখিতেও সাধ করে,
থাকে সে বেড়ার ফাঁকে চুপে চুপে চেয়ে !
কাল শুনিয়াছি তার হ'য়ে গেছে বিয়ে !

৭ই চৈত্র—১২৯৭ সাল,
শেরপুর—ময়মনসিংহ।

এও কি স্বপন ?

এও কি স্বপন ?
বৈশাখে বিকাল বেলা, মেঘে মেঘে করে খেলা,
বহিতেছে মৃদু মৃদু শীত সমীরণ !
দয়েল বসিয়া আছে,
পশ্চিমে 'কাফিলা' গাছে,
ঝুলিছে বাঁশের আগে মুমূর্ষু কিরণ।
'উলুছন' ফুলগুলা,
কাঠীর আগায় তুলা,
কে যেন করিয়ে গেছে দীপ আয়োজন !
সবুজ 'নিলজী' বনে,
উড়িছে ফড়িঙ্‌গণে,
যোড়া যোড়া পিঠে পিঠে করি আরোহণ !
আমতলে ডাকে গাই,
নিকটে বাছুর নাই,
বুড়ী করে "হুঁদ্ধু" করি বৎস অন্বেষণ !

একাকী রূপসী বালা,
কুটীর করিয়া আলা,
"ওশোরায়' মাছ কুটে—সুন্দর কেমন!
বঁটির উপরে বসা,
বাতাসে আঁচল খসা,—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে—ঢেউয়ে ঢেউয়ে হয় উদ্‌ঘাটন
অর্দ্ধ নিশি অর্দ্ধ দিবা,
একত্রে সে দেশে কিবা,
একত্রে উদয় অস্ত—লাবণ্য নূতন!
সে শোভা দেখিয়া হায়,
কে না ভোলে মোহ যায়?
উদাসী বিদেশী গেছে হারাইয়া মন!
কি সুন্দর গাল পে'তে,
'কুসু' দিছে চুমো খে'তে,
হেলা'য়ে ঈষৎ বামে কমল-আনন!
দুই হাত দুই পাশে,
মাথা সে মাছের আঁ'সে,
ধরে না ছোঁয় না বালা করে না বারণ!
রাঙ্গা হাতে মাথা ছাই,
তাহার তুলনা নাই,
আবেশে অবশে আছে মুদিয়া নয়ন!
আবার ডাকিছে গাই,
বাছুর ত আসে নাই,
"ড'ড" করি করে বুড়ী বাড়ী আগমন,

চমকি ভাঙ্গিল ঘুম,
হা কুসুম! হা কুসুম!
একটু যে দিলি দেখা, এও কি স্বপন ?

৫ই জ্যৈষ্ঠ—১২৯৮ সাল,
শেরপুর—ময়মনসিংহ।

দেখিবে কি আর ?

১

দেবি! দেখিবে কি আর ?
ত্রিদিবে তোমারে দেবে, আনন্দে নন্দনে সেবে,
অর্পিয়া চরণে শত সোণার মন্দার,
কেন সে ফেলিয়া পূজা, প্রাণময়ি শ্বেতভুজা,
মর্ত্ত্যের মানবে দয়া আবার তোমার ?
দেবি! দেখিবে কি আর ?

২

দেবি! দেখিবে কি আর ?
অনলে শিখার মত, তব প্রেম অবিরত,
জ্বালা'য়ে পো'ড়ায়ে প্রাণ করি ছারখার,
নিবিয়া গিয়াছে কবে, বলনা প্রেয়সি তবে,
সেই ভস্ম—সেই ছাই—সে দগ্ধ অঙ্গার,
দেখিতে বাসনা কেন,—কি দেখিবে আর ?

৩

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
দেখিতে আছে কি বাকি, এতদিন বুকে রাখি,
দেখিয়া দেখার আশা মিটেনি তোমার ?
উলটি পালটি কত, দেখিয়াছ অবিরত,
পেষিয়া ঘষিয়া বুকে ভেঙ্গে চূ'রে হাড়,
দেখিয়াছ রেণুকণা,—কি দেখিবে আর ?

৪

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
লাগাইয়া জিবে জিবে, অমৃত দ্রাবকে কিবে,
গলা'য়ে চুষিয়ে নিলে হৃদয় আমার !
আশ্বাসে দিছিনু এনে, নিশ্বাসে নিয়েছ টেনে,
হায় হায় বিশ্বাসের এই পুরস্কার !
দেবি ! কি দেখিবে আর ?

৫

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
বিচূর্ণ বালুকা সম, যে চূর্ণ হৃদয়ে মম,
আলিঙ্গনে পড়েছিল যে দাগ তোমার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ে, তাই নিয়ে খেলা করে,
ব্যাপিয়ে মরম-মরু ঘোর অন্ধকার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

৬

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
কোন্ যুগে নিয়েছিলে, কোন্ যুগে দিয়েছিলে,

আর্দ্র অলক্তক-চিহ্ন চুম্বনে তোমার !
রমণী ছুঁইলে ঠোঁটে, ধুইলে কি নাহি ওঠে ?
দেখিবে কি ধু'য়েছে কি আঁখি জলধার,
সে বীরত্ব জয়চিহ্ন গৌরব তোমার ?

৭

দেবি ! কি দেখিবে আর ?
শুনেছি বাঘিনী বনে, খেলে হরিণের সনে,
ভাঙ্গিয়ে কোমল গ্রীবা করিয়ে সংহার,
বুঝিতে নাহি যে পারি, তেমনি তুমি কি নারী,
খেলিতে এসেছ সেই খেলা অবলার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

৮

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
একি সে স্নেহের দেখা, আঁখি জলে চিঠী লেখা ?
এ শুধু মুখের কথা মুখে বলিবার !
এ নহে ধরিয়া গলে, এ নহে সে আমতলে,
এত শুধু দূরে দূরে ঘৃণা উপেক্ষার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

৯

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
যে দেখা নয়ন কোণে, কেহ নাহি দেখে শোনে,
এ দেখা কি দেখা সেই প্রীতি মমতার ?
একি সে প্রাণের টান ? একি নহে অপমান ?
একি নহে উপহাস শুধু হাসিবার ?
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১০

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
যদিগো আগের মত, দেখিতে বাসনা তত,
সত্যই সরলা প্রিয়ে থাকিত তোমার,
তবে কি "ভেরণ" গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে ?
দেখিতাম পথে আগে পাতা ভাঙ্গা তার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১১

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
সেদিন গিয়েছে কবে, আর কি সেদিন হবে,
দু'জনে দুপুর বেলা বুকে দু'জনার !
আঙ্গিনা ভাঙ্গিয়া মেয়ে, না আসিতে ঘরে ধেয়ে,
আগে গিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেতে তার,
বুঝিতনা সে বালিকা চাতুরী তোমার !

১২

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
তোমার বিরহানলে, কেমনে হৃদয় জ্বলে,
কেমনে নয়নে আজ বহে শত ধার,
তাই কি দেখিয়া সুখী, হ'তে চাও বিধুমুখি ?
কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে তামাসা তোমার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১৩

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
নয়ন করিয়ে খালি, সকলি দিয়েছি ঢালি,
দিয়েছি সে শ্যামালতা ভিজা'য়ে তোমার !
দেখ গিয়ে পাতে পাতে, শুকা'য়ে রয়েছে তা'তে,
আঁখি জলে মাখা আহা কত হাহাকার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১৪

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
কোণায় দাড়িম গাছে, দেখ গিয়ে রহিয়াছে,
আলিঙ্গন ফিরে দিছি সকলি তোমার !
রাখিয়াছি ফুলে ফুলে, তোমারি চুম্বন তু'লে,
ভাঙ্গা বুকে রাঙ্গা চুমা নহে রাখিবার !
দেবি ! দেখিবে কি আর ?

১৫

দেবি ! দেখিবে কি আর ?
আমি যে পাপিষ্ঠ অতি, তুমি অতি পুণ্যবতী,
চাহিলে লাগিবে পাপ নয়নে তোমার !
শত গঙ্গাজল দিয়া, দেও যদি ধোওয়াইয়া,
তবু এ পাপের দাগ নহে যাইবার !
দেবি ! দেখিবে কি আর !

১৬

দেবি! দেখিবে কি আর?
কেন সে নিষ্ঠুর খেলা, ভাঙ্গাবুক ভেঙ্গে ফেলা.
কেন সে স্বপন পুনঃ দেখাও আবার?
লইয়া শ্মশান বুকে, মহা নিদ্রা যাই সুখে,
দয়া ক'রে ক্ষমা কর জাগায়োনা আর!
রমণি, তোমার নামে শত নমস্কার!

১৩ই ভাদ্র—১২৯৮ সাল;
শেরপুর—ময়মনসিংহ।

পরীক্ষা।

সরলা! সরোজ-আঁখি সুধা নাকি ভরা,
অথবা কি কালকূট বিষমাখা বাণ?
তুমিলো চাহিলে নাকি বেঁচে উঠে মরা,
অথবা আঁখির ঠারে বাহিরায় প্রাণ?
দু'জনে দু'কথা বলে, ঠিক কথা কার,
চাওনা সরলা! চেয়ে দেখি একবার?

২

সরলা! কি রাখিয়াছ সুন্দর অধরে,
ফুলের পুটলী বেঁধে আদরে এমন?
কেহ বলে বিষ উহা খে'লে লোক মরে,
কেহ বলে মরা বাঁচে—সুধা অতুলন!

দু'জনে দু'কথা বলে, ঠিক কথা কার,
দেওনা সরলা! খেয়ে দেখি একবার?

* * * *

শোক তাপ ভরা এই দরিদ্র জীবন,
যদি গো সৌভাগ্য বশে সুধা পাওয়া যায়,
জনমের মত ক্লেশ হবে নিবারণ,
কিংবা যদি থাকে বিষ ক্ষতি কি তাহায়?
দুই তুল্য মহামূল্য নিকটে আমার,
দেওনা সরলা! বুঝে দেখি একবার?
কবি কহে সুধা বিষ দুই আছে ভরা,
জীবিত মরিয়া যায়, বেঁচে উঠে মরা!

১০ই জ্যৈষ্ঠ—১২৯৫ সাল।
কলিকাতা।



নববর্ষ।

(১২৯১)

১

এস বর্ষ! অনিবার্য্য বিধির আদেশে,
অবনত শিরে লই তোমার শাসন,
এত দুঃখ—এত কষ্ট—আছি এত ক্লেশে,
তথাপিও অশ্রু-মুখে করি সম্ভাষণ!

২

এত বর্ষ ! আমি ক্ষুদ্র—আমি নরাধম,
ফিরিবে না গতি তব আমার ইচ্ছায়,
ভীষণ জলধি স্রোত ভীম পরাক্রম,
রোধিতে চাহে কি তারে ক্ষুদ্র বালুকায় ?

৩

এস বর্ষ ! দেখ এসে হৃদয় আমার
বুক ভরা মরুভূমি, কভু কি দেখেছ তুমি,
মরমের মর্ম্মভরা হেন মৃদঙ্গার ?
নিবিড় নিভৃত স্থলে, শিরায় শ্মশান জ্বলে,
শোণিতে তরঙ্গশিখা উছলে তাহার ?
মরা প্রাণ, বাঁচা দেহ, কভু কি দেখেছ কেহ,
আছে কি জগতে বল প্রাণী এ প্রকার ?
দেখেছ কি প্রাণভরা হেন অন্ধকার ?

৪

এ হৃদয় মরুভূমি দেখহ চাহিয়া,
ছোট বড় কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা,
যৌবনে অঙ্কুরে বীজে গিয়াছে পুড়িয়া !
উদ্যম উৎসাহ শূন্য, নাহি পাপ নাহি পুণ্য,
কেবল অনন্ত শূন্য হৃদয় যুড়িয়া !
এ হৃদয় মরুভূমি দেখহ চাহিয়া !

৫

দেখ চেয়ে এ হৃদয়,
সুখ নাই, শান্তি নাই, শুধু ছাই! শুধু ছাই!
নিরাশা সে ছাইগুলি, মুঠা মুঠা করি,
প্রাণে উড়াইয়া দেয় দিবস শর্ব্বরী!

৬

প্রাণের নিরশ্রু সেই নিত্য অশ্রুপাত,
সে নীরব হাহাকার, সে রাক্ষস ব্যবহার,
আত্মার করুণ কণ্ঠে ছুরিকা আঘাত!
তব পূর্ব্ব বর্ষ কত, করিয়াছে অবিরত,
অন্তরে অনন্ত হেন আগ্নেয় উৎপাত,
ভস্মশেষ দগ্ধবক্ষ দেখহ সাক্ষাৎ!

৭

এস বর্ষ!
আমি হে ভারতবর্ষ অধিবাসী নয়,
বলহে ভবিষ্য ভাগ্য বজেট্ আমার,
বল মাস বর্ষ ফল, বল কত অশ্রুজল,
কত পদাঘাত বক্ষে, তত হাহাকার,
প্লীহাফাটা মৃত্যু কত, কত বন্য পশু হত,-
নিরস্ত্র দুর্ব্বল প্রজা সোদর আমার,—
লইয়া আসিলে কত হেন অত্যাচার?
কত শালগ্রাম শিলা, হারাইবে দেবলীলা,
কত সুরেন্দ্রের ভোগ হবে কারাগার?

ভারতের কত ছাত্র, বেত্রাঘাতে ছিন্নগাত্র,
সহিবে শৈশব প্রাণে কত অবিচার ?
বল ইল্‌বার্ট বিলে, 'এণ্ড্রু' 'পেত্রু' সবে মিলে,
করিবে দায়াদ সূত্রে কত অত্যাচার ?
আত্ম-শাসনের ছলে, শুষ্ক প্রাণে মরুস্থলে,
কত ভ্রমাইবে রূপে মৃগতৃষ্ণিকার ?
কাতরে কাঁদিবে কত জননী আমার ?

৮

এস বর্ষ ! দুর্ভাগ্যের বল ভাগ্যফল,
কত আর অসহায়া, জননী ভগিনী জায়া,
কলঙ্কিত করিবেক সেনানী ধবল ?
কত আর চক্ষু খেয়ে, সে দৃশ্য দেখিব চেয়ে,
কুক্কুরে চিবাতে দিয়ে হৃন্মর্ম্মস্থল ?
হা কি লজ্জা ! হা কি ঘৃণা, বাঁচিনা মরণ বিনা,
বরাহের ভোগচিহ্নে অঙ্কিত কমল !

৯

বল বর্ষ !
কত কহিনুর আর হবে অপহৃত ?
বল কত বরদার, দুর্ভাগ্য গাইকবাড়,
চাতুরী —"হীরক চূর্ণে" হবে নির্ব্বাসিত ?

অযোধ্যা সেতারা কত, অনুতাপে অবিরত
কাঁদিবেক মিত্রতায় হইয়া বঞ্চিত ?
কত বা নিজাম খেদে, সুস্থ অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে,
বেরার বিয়োগ শোকে হবে জর্জ্জরিত ?
কত রাজ্য রক্ত চিহ্নে হইবে রঞ্জিত ?

১০

নববর্ষ !
তব আগমন ফল বলহ বিশেষ,
সে দিন নাহিক আর, তেজবীর্য্য গরিমার,
আগেছিনু সিংহ রাশি, আজি মোরা মেষ !
হায়রে ত্রিদিব দেবে, নির্ম্মূলা নক্ষত্র এবে,
কলঙ্কিত শশধর, পতিত দিনেশ !
কারে সিংহাসন দিয়া, কহিনুর পরাইয়া,
কোন্ চণ্ডালেরে তুমি করিলে নরেশ ?
কারে বা করিলে মন্ত্রী, কোন্ শনি ষড়যন্ত্রী,
আরো কি নূতন ট্যাক্সে প্রজা হবে শেষ ?
কোন্ অমঙ্গল গ্রহ, শস্যাধিপ হ'ল কহ,
আরো কি দুর্ভিক্ষে তুমি পোড়াইবে দেশ ?
বলহে বৈশ্যের ফল, কাঁপিতেছে বক্ষস্থল,
'বোমাণ্ট' 'বৌটন' বেশে হ'ল কি প্রবেশ ?
আরো কি চাষার প্রাণ, নিত্য করি বলিদান,
তুষিবে হে জমিদার রাক্ষস বিশেষ ?
আরো কি ভারতবর্ষ হবে ভস্মশেষ ?

১১

বল বর্ষ!

পিশাচী রাক্ষসী সুরা ব্যাদিত বদনে,
শৌণ্ডিকের মুক্ত গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে কিহে,
গ্রাসিবে গৃহস্থ দীন বালবৃদ্ধগণে?
অস্থি চর্ম্ম করি শেষ, আফিঙ্গে নাশিবে দেশ,
কাঁদিবে জননী জায়া—ধারা দু'নয়নে?
আরো কি গঞ্জিকা সিদ্ধি, পশুত্ব করিয়া বৃদ্ধি
সাহায্য করিবে বল নিরয় পতনে?
কারে দিলে আবকারী দয়াহীন মনে?

১২

এস বর্ষ!

দুর্ব্বল বাঙ্গালী আমি, দুর্ব্বল হৃদয়,
তোমার এ আগমনে, সুখ না হইল মনে,
সতত শঙ্কিত আছি কিসে যে কি হয়!
বঞ্চনার নিত্য নিত্য, বিশ্বাস করেনা চিত্ত,
চূণে গেছে মুখ তে'তে দধি দেখে ভয়!
যদিহে কুশলে রাখ, যদি শুভ এনে থাক,
দিব ধন্যবাদ তোমা যাবার সময়!

১৭ই চৈত্র, ১২৯০ সাল।
দেবনিবাস—ময়মনসিংহ।



সাগরের উক্তি।

১

যারে যা কুটিলা নদি, কেন আর নিরবধি,
মিছে কুল্ কুল্ স্বরে জ্বালাস্ আমায় ?
ও কপট প্রেম গানে,
পরাণে সাঁড়াশী টানে,
কলিজা ধমনী শিরা ছিঁড়ে যায় যায় !
পারি না সহিতে আর,
এ পাষাণ ব্যবহার,
বাড়ব অনলে বুক জ্বলিছে সদায়,
মিছে তোর ও সোহাগে,
নিদারুণ মহারাগে,
ঝটিকা তুফানে বুক ভেঙ্গে চূরে যায়,
অবিরাম অবিশ্রাম আছাড়ি বেলায় !

২

জন্ম তোর উচ্চ কুলে, বৃথাই গিয়েছি ভু'লে,
তোর মত নীচগামী দেখি নাই আর,
শুধু তোর সঙ্গ-দোষে,
জগতে এ নিন্দা ঘোষে—
নীচতর নীচতম নীচ পারাবার !
ভাঙ্গিয়া পাষাণ কারা,
হয়েছিস্ দেশ ছাড়া,

কত দেশে বেড়াইলি সংখ্যা নাহি তার!
কোথাও পা'লিনা কুল,
খেয়েছিস তুই কুল,
তোরে কুল দিয়ে শেষে অকুল আমার!

৩

বড় আশা ছিল মনে, তোর সনে সম্মিলনে,
নির্ম্মল জীবনে প্রাণ হইবে নির্ম্মল,
এনে দিবি স্বর্ণকণা,
কিন্তু একি বিড়ম্বনা,
ঢেলে দিলি হা পাষাণি কাদামাখা জল!
বিধাতা হয়েছে বাম,
গেল রত্নাকর নাম,
কর্দ্দমে মর্দ্দিলি মণি মাণিক্য সকল!
আরো দেখ বুক ভরা,
কত যে জন্মেছে চরা,
অপার বালুকা রাশি ব্যাপি নীল জল!

৪

কত দুঃখ কত ক্লেশ, ভীম ভয়ঙ্কর বেশ,
মকর হাঙ্গর নক্র কত জলচর,
অতল জীবন মম,
মথিতেছে অবিরাম,
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই—তিল অবসর!

যদি কেহ সেঁচে জল,
দেখিত এ বক্ষস্থল,
দেখিত সে কি যে কাণ্ড—কি যে ভয়ঙ্কর—
হৃদয়ে লুকান মোর,
কি যে সে বিপ্লব ঘোর,
প্রলয়ের ধ্বংসমূর্ত্তি গ্রাসে চরাচর !

৫

এ হৃদয়ে একদিন ছিল শশধর,
দেবেরে দিয়েছি যাহা,
এ হৃদয়ে ছিল তাহা,
আমারি অমৃত দিয়া দেবতা অমর !
দিছি পারিজাত ফুল,
কৌস্তভ—মণি অতুল,
দিছি সর্ব্ব ফলপ্রদ কল্প তরুবর,
দিছি সর্ব্ব অবশেষে,
ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরী বেশে,
রাজশক্তি রাজলক্ষ্মী চাহিলে অমর !
কিন্তু আজি হায় হায়,
কে বিশ্বাস করে তায়,
সহস্র মন্দরে যদি মথে নিরন্তর,
সে সকল রত্ন আর,
না উঠিবে পুনর্ব্বার,
অতল কর্দ্দমরাশি বালুকার স্তর,
গ্রাসিয়াছে পারিজাত, শশী—সুধাকর !

৬

এখনো চাহিলে আহা শশধর পানে,
হৃদয় উছলে উঠে,
বিশাল তরঙ্গ ছুটে,
কি যেন ভাবের উৎস খু'লে যায় প্রাণে!
পারিনা থাকিতে স্থির,
ভাসাইয়া যায় তীর,
সজোরে জোয়ারে তোরে ঠেলিয়া উজানে!
কিন্তুরে বেহায়া এত,
তোর মত দেখিনে ত,
আবার আসিস্ ফিরে কুল্ কুল্ গানে,
দিনে রেতে ঠেলে দেই যাস্না উজানে!

৭

আহা!
এ বিষাক্ত চিন্তা প্রাণে সহে না যে আর,
নিত্য অশ্রুজলে সিক্ত,
জীবন হইল তিক্ত,
রটিল ক্ষীরোদ নামে কলঙ্ক আমার!
শরীর হইল কালা,
প্রাণ করে ঝালাপালা,
আগুন লাগায় জলে নারী এ প্রকার!
কোথাহে অগস্ত আজ,
কর বান্ধবের কায,

বিশাল গণ্ডূষে আসি শোষ পারাবার,
নিবে যাক্ জীবনের যন্ত্রণা অপার!

১৮ই শ্রাবণ—১২৯৪ সাল;
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর।



৺কৃষ্ণদাস পাল।

কোথা আজি কৃষ্ণদাস গেলে অকস্মাৎ?
না বলিয়া না কহিয়া, পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
মারিয়া মায়ের বুকে অশনি নির্ঘাত!
হায় কি নিষ্ঠুর তুমি, জননী ভারত ভূমি,
কোটি নেত্রে করে আজি কত অশ্রুপাত,
করিয়া ললাটে বক্ষে ভীম করাঘাত!

২

তুমি বিনে কৃষ্ণদাস সব অন্ধকার,
জ্বলন্ত প্রতিভা বলে, আলোকিয়া ভূমণ্ডলে,
জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ তুমি খসিলে তাহার!
উদ্যম উৎসাহ ধন্য, একাগ্রতা অগ্রগণ্য,
প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা উগ্র আকাঙ্ক্ষার
করুণা মমতা স্নেহ, দয়া ধর্ম্মে দ্রব দেহ,
সত্যের সহায় চিত্ত আছিল তোমার!
তুমি বিনে কৃষ্ণদাস ভারত আঁধার!

৩

রাজনীতি শাস্ত্রে ছিলে পণ্ডিত প্রধান,
স্বদেশের হিত-রত, স্বজাতি-বাংসল্য ব্রত,
আছিলে ধর্ম্মের সখা কৃষ্ণ মতিমান্!
আজি কুরুক্ষেত্র রণে, তোমার আশ্রিত জনে,
অকূলে ফেলিয়া কোথা করিলে প্রস্থান?
তোমারে সারথি করি, কোদণ্ড গাণ্ডীব ধরি,
পুনরায় বর্ম্ম চর্ম্ম করি পরিধান,
লভিতে সে হৃতস্বত্ব, দেবতার সে দেবত্ব,
সে আত্ম-শাসন-শক্তি—রাজত্ব মহান্,
ত্যজিয়া অজ্ঞাত বাস, করি এত অভিলাষ,
জ্বালিনু সমর অগ্নি-শিখা লেলিহান্!
না হ'তে সফল কাম, হা কৃষ্ণ হইয়ে বাম,
সঁপিয়া শত্রুর হাতে করিলে প্রস্থান!
অকূলে যায় যে ভাই ভারতের প্রাণ!

৪

দুর্দ্দান্ত কৌরবগণ সদা অত্যাচারী,
ধৃতরাষ্ট্র রাজা অন্ধ, নাহি দেখে ভাল মন্দ,
দিল রাজ্য রসাতলে তনয় গান্ধারী!
লুঠে নিল ইন্দ্রপ্রস্থ, ধন রত্ন যে সমস্ত,
হায়রে ভারত আজ কড়ার ভিখারী!
ওয়েব, ফ্রান্সিস্ হায়, দুষ্ট দুঃশাসন প্রায়,
হরে দ্রৌপদীর বস্ত্র পাপী দুরাচারী!

তোমারি সে ভ্রাতৃজায়া, দানবে লুঠিল কায়া,
নাহি দিয়া প্রতিশোধ দৈত্যদর্পহারি,
কি বলিব হায় হায়, কুকুরে কলিজা খায়,
শত বজ্রে ভাঙ্গে বুক বলিতে না পারি;
কোথা গেলে ধর্ম্মসখা কাঙ্গাল-কাণ্ডারি?

৫

কোথা গেলে প্রিয় সখা ভারত-বান্ধব?
জান সবিশেষ তুমি, দিলনা সূচ্যগ্র ভূমি,
অযোধ্যা সেতারা সিন্ধু করে হাহা রব!
নিজাম—হায়দরাবাদ, বরদার আর্ত্তনাদ,
কাশ্মীর কুণ্ঠিত-কণ্ঠে সশঙ্কে নীরব!
ত্রিবাঙ্কোর মহীশূর, সকলেরি দর্পচুর;
আরো আছে যে সমস্ত ব্যতিব্যস্ত সব!
সদা কুমন্ত্রণা দেয়, ছলে বলে রাজ্য নেয়,
শকুনি 'ইংলিশম্যান' তুলিয়া গুজব!
তুমি ভিন্ন কেবা অন্য, ভারতের রক্ষা জন্য,
করিবে হে আন্দোলন—বিশাল ভৈরব?
কোথা গেলে প্রিয় সখা ভারত-বান্ধব?

৬

শকুনি ইংলিশম্যান কুমন্ত্রণা দিয়া,
সামান্য ইলবার্ট বিলে, যে টুকু ক্ষমতা দিলে,
ছলে বলে কৌশলে তা লইল হরিয়া!
কে আর তোমার মত, কুরুসভা-সমাগত,
পাপিষ্ঠ কৌরবগণে ধীরে সম্বোধিয়া
জলদ গম্ভীর স্বরে, উভয়ের হিত তরে,
দিবে ন্যায্য উপদেশ ধীরে বুঝাইয়া?

৭

তুমি বিনে কৃষ্ণদাস আর কোন্ জন,
ত্যজিয়া বিপুল অর্থ, হইবেক সুসমর্থ,
করিতে দেশের হিত চিন্তা অনুক্ষণ ?
জনক জননী জ্ঞানে, স্নেহ ভক্তি মাখা প্রাণে,
কে আর ভারতে ভালবাসিবে তেমন ?
কে আর প্রতিজ্ঞা করি, সজোরে লেখনী ধরি,
ভারতের হিতে প্রাণ করিবে অর্পণ ?

৮

কৃষ্ণদাস !

তব এ দানের কিহে আছে বিনিময় ?
পৃথিবীর দ্রব্যগুলা, কেবলই মাটী ধূলা,
নাহি কোন ভাল বস্তু চির সুখময় !
নয়নের জলটুকু, হৃদয়ের রক্তটুকু,
নিঃশেষ করিয়ে যদি দেই সমুদয়,—
ধরার মানব ছার, সাধ্য কিহে দিবে আর ?
তব এ দানের নহে যোগ্য বিনিময় !

তবে—

যাও সেই দিব্য ধামে, যেখানে ত্রিদিব নামে,
বিরাজে বিনোদ বেশে চারু ইন্দ্রালয় !
বসগে' দেবের সঙ্গে, সে সুর সভার রঙ্গে,
আছে সিংহাসন পাতা রত্ন মণিময় !
উদ্যম উৎসাহে দেবে, জাতীয় সম্মানে সেবে,
নাহি জানে দ্বেষ হিংসা দেবের হৃদয় !

অমরের উপভোগ্য, আছে তথা তব যোগ্য,
নিত্য সুখপূর্ণ সুর সম্পদ নিচয়!
কলপ পাদপ আছে, চতুর্ব্বর্গ ফলে গাছে,
আছে মৃত সঞ্জীবনী সুধা সুধাময়!
নন্দনে মন্দার ফুলে, শোভে মন্দাকিনী কূলে,
অমৃত প্রবাহে মন্দাকিনী মন্দ বয়!
মায়ের সুপুত্র—ধন্য, এ স্বর্গ তাদেরি জন্য,
এখানে বাসের যোগ্য আর কেহ নয়!
যাও সখা পাবে তথা যোগ্য বিনিময়!

১৬ই শ্রাবণ, ১২৯১ সাল,
ময়মনসিংহ।

দেব-নিবাস।*

১

বন্ধুবর!

কত কষ্ট কত ক্লেশ, যন্ত্রণার একশেষ,
সহিয়াছ এ জীবনে কত যে বৎসর,
রাক্ষস মানব নামে, রাখিয়া দক্ষিণে বামে,
করিয়াছ আত্মরক্ষা যুঝি নিরন্তর!
না ছিল সহায় আর, আপনিই আপনার;—
একাকী করিলে ঘোর সংসার-সমর,
যথা অভিমন্যু বীর, অটল প্রতিজ্ঞা স্থির,
সপ্ত সারথীর যুদ্ধে শিশু অকাতর!
তেমনি তুমিও হায়, অবিচল প্রতিজ্ঞায়,
ততোধিক বীর বীর্য্যে পূর্ণিত অন্তর,
করিয়াছ ব্যূহ ভেদ প্রিয় বন্ধুবর!

* কোন সম্ভ্রান্ত বান্ধবের বাস-ভবন।

২

প্রিয়তম !

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এই অনন্ত মহান্,
তথাপি তোমার তরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিসংসারে,
নাহি ছিল এতদিন তিল-অর্দ্ধ স্থান !
সমীরণে বালুকণা, সমুদ্রে সলিল ফেণা,
কোথায় ভাসিয়া যেতে কে নিত সন্ধান !
কে ভাবিত হায় হায়, জলবিম্ব কোথা যায়,
কোথায় পতন তার কোথা অবসান !
এখন সন্তোষে যারা, ভ্রূক্ষেপে চাহেনি তারা,
পাপময়ী পৃথিবীর এই ত বিধান !
দেখিয়া সম্মুখে সিন্ধু, ভাব নাই এক বিন্দু,
বজ্রনাদ বারিধির বিকট তুফান !
আজ সে অকূল সিন্ধু, দিছে এই মৃদ্বিন্দু,
এই সেই তক পুরী নব বাসস্থান !
সংসার যুদ্ধের হায়, অই দ্বারে শোভা পায়,
অই প্রিয়বর তব বিজয় নিশান !
বীরত্বে বারিধি দিছে বুকে বাসস্থান !

৩

প্রিয়তম !

ভাবিওনা সুখ স্বপ্ন—গত কথা আর,
কোথায় আছিলে তুমি, কোথা তব জন্মভূমি,
কোথায় কিরূপে হ'ল কি নাম তোমার !
কোথা বা সে উচ্চ আশা, অগস্ত্যের সে পিপাসা,
কোথা ক্ষুদ্র হিম বিন্দু কোথা পারাবার !
ভাবিওনা সুখ স্বপ্ন—গত কথা আর !

কিন্তু—

হোক মা সাবিত্রী সীতা, যুধিষ্ঠির হোক পিতা,
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই হোক আগেকার!
তথাপি নিষ্ঠুর কর্ম্ম, জননী জনক্ ধর্ম্ম,
ভুলিয়া কোলের শিশু করা পরিহার!
তারাই তোমারে হায়, তপ্ত মরু বালুকায়,
নিক্ষেপিয়া করিয়াছে—এ দশা তোমার,
মরীচিকা দেখাইয়া, পিপাসা বাড়ায়ে দিয়া,—
যাক্ সে ঘৃণিত কথা নহে বলিবার!
গৃহস্থের ক্ষুদ্র ঘরে, যে আনন্দ শোভা করে,
যে নিত্য উৎসবপূর্ণ ক্ষুদ্র সে সংসার,
থাকিলে সে ক্ষুদ্র ঘরে, শত যুগ যুগান্তরে,
স্বপনেও জানিতে না এ কষ্ট তোমার!

দূর হউক—

কেন তুলি গতকথা, বিস্মৃত প্রাণের ব্যথা,
শুষ্ক ক্ষতে কেন করি ক্ষত পুনর্ব্বার?
ভোল সে নিশীথ স্বপ্ন, স্মরিও না আর!

৪

ভোল সে কুহকী স্বপ্ন দেখ বর্ত্তমান,
দেখ সে গন্তব্য পথ, দেখ দূরে ভবিষ্যত,
দেখ কি সংকীর্ণ সেতু করিছে নির্ম্মাণ!
বন্ধুতার বেশ ধরি, সম্মুখে সাজিছে অরি,
ভূত হ'তে ভবিষ্যত পরীক্ষা মহান্।
সে উদ্যম সে উৎসাহ, সে প্রতাপ বিশ্বদাহ,
এখনো হইতে চাই সেই সাবধান!
ত্যজিও না যুদ্ধ বেশ, হয়নি সমর শেষ,
আবার জ্বলিবে সেই শিক্ষা লেলিহান্!
বাঁধ কটি, পর বর্ম্ম, কর জীবনের কর্ম্ম,
মনের মহত্ত্ব রাখ, আত্মার সম্মান!

যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ, তোমার কাহারে ভয় ?
দূর হ'তে পলাইবে পাপ মূর্ত্তিমান!
আবার উড়িবে তব ধর্ম্মের নিশান!

৫

আবার উড়িবে তব ধর্ম্মের নিশান,
আবাব এমনি সুখে, প্রণয় প্রসন্ন মুখে,
আকাশ ভেদিয়া গা'ব তব যশোগান!
এমনি আমরা সবে, মাতি হেন মহোৎসবে,
চাহিব বিভুর কাছে তোমার কল্যাণ।
পুণ্যময় সেই দিন, সুখময় সর্ব্বাঙ্গীন,
কল্পনার কল্পনেত্রে দেখি বিদ্যমান!
তোমারি নিকটে হায়, মৃত শক্র সমুদায়,
চাহিবে ভিক্ষুক বেশে কৃপাকণা দান!
খুজিলে অনন্ত বিশ্ব, না মিলে এমন দৃশ্য,
দেখিবে ভূতলে স্বর্গ তুমি ভাগ্যবান।
আবার উড়িবে তব ধর্ম্মের নিশান!

৬

সমাগত ভ্রাতৃগণ!
দয়াবান জগদীশে দেও ধন্যবাদ,
তাঁরি স্নেহ করুণায়, অনাথে আশ্রয় পায়,
তাঁহারি কৃপায় ভুঞ্জি সকলে আহ্লাদ!
ভুলি মুহূর্ত্তের তরে, দ্বেষ হিংসা পরস্পরে,
এস হে সকলে চাই তাঁর আশীর্ব্বাদ,
আর যেন পুনরায়, সুজন সুহৃদে হায়,
না ঘেরে এ পৃথিবীর বিষাক্ত বিষাদ!
সুখ যেন শান্তি সনে, নিত্য তার রহে মনে,
দুরাকাঙ্ক্ষা দূরে যেন করে আর্ত্তনাদ!
এস হে সকলে চাই তাঁর আশীর্ব্বাদ!

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সাল;
ময়মনসিংহ।

পরিমল দত্ত।*

১

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল ?
কোথা হতে এলি ছুটে, স্বর্গীয় প্রভাতে উঠে,
ধরে যেন ধীরে ধীরে উষার আঁচল !
অমৃত পরশ দিয়া, মৃত ধরা বাঁচাইয়া,
খুলিয়া উদয়াচলে সোণার অর্গল !
কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল ?

২

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল ?
কোমল নয়নে তোর, এখনো সে ঘুম ঘোর,
স্বর্গীয় স্বপনে ভোর নীল উতপল !
আবেশে অবশ কায়, ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়,
চলিতে থাকেনা থির চরণ কমল !
কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল ?

৩

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল ?
বাতাসে হেলা'য়ে গা, ফুলে ফুলে দিয়ে পা,
মাখিয়া কৌমুদী গায়—কিরণ কোমল !
অধরে লইয়ে হাসি, অজানা আনন্দ রাশি,
লইয়া নয়নকোণে শিশিরের জল,
কোথা হ'তে এলি তুই শিশু পরিমল ?

৪

কোথা হ'তে এলি তুই শিশু পরিমল ?
আসিলি অতিথি হ'য়ে, কার অনুরোধ লয়ে,
অজানা করিলি প্রাণ পাগল পাগল !
কচি হাতে জড়াইয়া. কাড়িয়া লইলি হিয়া,
সমস্ত পৃথিবী দিয়া ক্ষুদ্র করতল,
ভরিতে পারিনা তোর শিশু পরিমল !

* নামকরণোপলক্ষে।

৫

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল?
কি জানি আনন্দ ভরা, কি জানি কি যাদু করা,
কি জানি কি পথে পথে ঢেলে কুতুহল,
কোন্ পথে কোন্ থানে, কেমনে পশিলি প্রাণে,
কোন্ কুসুমের তুই সুরভি পাগল!
কোথা হ'তে এলি তুই প্রিয় পরিমল?

৬

কোথা হ'তে এলি তুই প্রিয় পরিমল?
এদেশে যে ফুল ফোটে, সমীরে সুরভি ছোটে,
সে ত রে করে না এত বেহুস বিভল!
কোন্ কুসুমের বুকে, ঘুমায়ে আছিলি সুখে,
কাররে প্রেমের গন্ধ তুই পরিমল,
আত্মার অমৃত অংশ—পবিত্র উজ্জ্বল?

৭

কোথা হ'তে এলি তুই নব পরিমল?
পাপের পঙ্কিল ধরা গলিত দুর্গন্ধ ভরা,
নারী নহে, নর নহে, নরক কেবল!
একটী এ ম্লান হিয়া, স্বর্গীয় সুবাস দিয়া,
করিতে পারিস্ যদি পবিত্র নির্ম্মল,
পরিমল নাম তোর হইবে সফল!

২২শে আশ্বিন, ১২৯৮ সাল;
ময়মনসিংহ।

সমাপ্ত।

